ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-338 ■ 17 September, 2025 ■ আগরতলা ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৩১ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

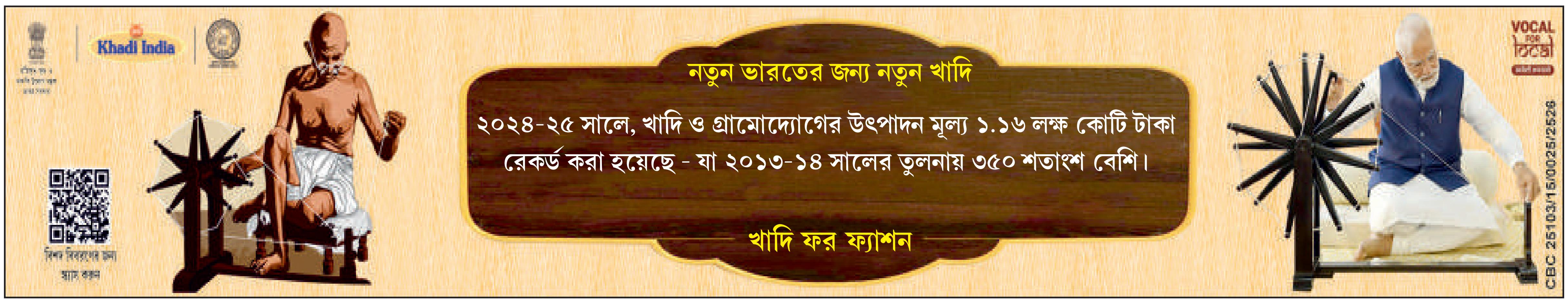

জনজাতিদের সমস্যা সমাধানে আদি সেবা কেন্দ্র চালু করা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। জনজাতি কল্যাণে প্রতিটি মহকুমা ও জেলা স্তরে টিসিএস সমতুল্য অফিসার রাখা হবে। জনজাতি মানুষের সমস্যা সমাধানে আদি সেবা কেন্দ্র চালু করা হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে খুবই আন্তরিক।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত রাজ্য স্তরের দিকনির্দেশনা কার্যক্রমে (ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম) অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলছেন যতক্ষন পর্যন্ত সবদিক দিয়ে তাদের উন্নতি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের উন্নতি হবে না। সারা দেশে প্রায় ৭০০ জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। আর এই ১৯টির মধ্যেও অনেক উপগোষ্ঠী রয়েছে রাজ্যে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই উপগোষ্ঠীগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দিক নির্দেশনায় সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আধিকারিকদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর মাত্র ১১ দিন

পুকুরে স্নানে গিয়ে ১০ বছরের শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। পুকুরে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল ১০ বছরের এক নাবালকের। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর টেপানিয়াতে।

জানা যায়, রাজদীপ দেবনাথ নামে ওই নাবালক আজ দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে জলে নেমেছিল। হঠাৎই জলের তলায় তলিয়ে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চিৎকার চেঁচামিচি। এলাকাবাসীরা পুকুরে নেমে তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বার হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার এর লাইসেন্স বাতিল করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। 'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার' বার লাইসেন্স বাতিল করল পশ্চিম জেলা প্রশাসন। শীঘ্রই মজুত সব মদ, মূল লাইসেন্স ও সিসিটিভি ফুটেজ এক্সাইজ সুপারের কাছে জমা দেওয়া নির্দেশ দিয়েছে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আবগারি কালেক্টর ডা. বিশাল কুমার এক আদেশে জানান, লাইসেন্সধারী গৌতম দেবনাথ একাধিকবাট আবগারি আইনের শর্ত ভেঙেছেন।

আজ সাংবাদিকের মুখোমুখি আবগারি কালেক্টর ডা. বিশাল কুমার বলেন, গত ৬ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার পরেও ওই বারে মদ পরিবেশন ও পান চলছিল, যা লাইসেন্সের শর্তবিরোধী। এমনকি অনুমতি ছাড়াই গভীর রাত পর্যন্ত ডিজে ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যা নাইট

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদার জুলুমবাসী

সেকেরকোট বাজারে দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। চাঁদার জন্য দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে সেকেরকোট বাজারে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য পুলিশ মহা নির্দেশকের কড়া হুঁশিয়ারির পরেও কমছে না চাঁদার জুলুম। এমনই অভিযোগ উঠে এলো।

জাকজমকভাবে দুর্গাপূজা করতে হলে পূজোর বাজেট বাড়াতে হবে এবং এলাকার সেরা পূজার পুরস্কার পেতে হলে তা অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে আর তার জন্য চাই লক্ষ লক্ষ টাকার বাজেট। আর এর জন্যেই শুরু হয় চাঁদার জুলুম। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় থেকে চাঁদার জুলুমবাজির খবর উঠে আসছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় আমতলী থানার অন্তর্গত পি এম শ্রী সেকেরকোট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন নিউ ক্লাবের পক্ষ থেকে শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে তাও আবার বেশ বড়োসড়ো আকারে। তাই মঙ্গলবার গভীর রাতে নিউ ক্লাবের বেশ কিছু সদস্য নামধারী দুষ্কৃতিকারীরা সেকেরকোট বাজারের এক ব্যবসায়ীর কাছে ১০ হাজার টাকার পূজার চাঁদা দাবি করে বসে। কিন্তু ওই দোকানের মালিক দশ হাজার টাকা চাঁদা দিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীর মতো রাজনৈতিক অভিভাবক খুব কম রয়েছে ঃ সাংসদ বিপ্লব

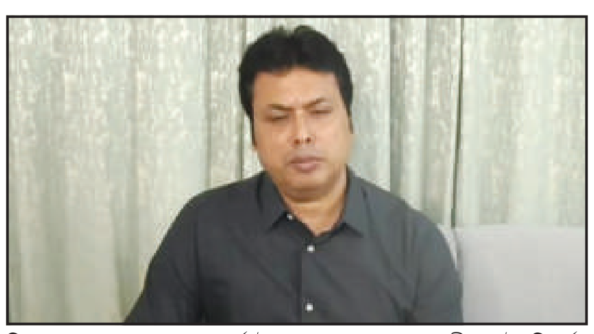

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো অভিভাবক রাজনীতিতে খুব কম রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনেকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এমনটাই বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে সময়ে বেশ কয়েকবার প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে দেখা হতো। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে আলোচনা ও চর্চা হতো। তখন একদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় সর্বদাই। তাই জীবনে এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করো, যিনি সর্বদা তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কোন ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই রাখবে।'প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ মেনে বিপ্লব কুমার দেব জীবনে অনেক সাহায্য পেয়েছেন বলে জানালেন তিনি। অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছেন। এদিন তিনি আরো

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা হাইকোর্ট স্থায়ী বিচারপতি হচ্ছেন বিশ্বজিৎ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিত হাইকোর্টে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম অতিরিক্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিতের নাম সুপারিশ করেছে।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে জুডিশিয়াল অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বিচারপতি পালিত। ২০২৩ সালে তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। এদিকে, সুপ্রিম কোর্ট কোলিজিয়ামের বৈঠকে কর্ণাটক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের ১৬ কোটি জালিয়াতি কান্ড

দোষীদের শাস্তি প্রদানে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানাল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। পুর নিগমের ১৬ কোটি টাকা জালিয়াতির কাণ্ডে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে। এর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই আবেদন রাখেন তিনি।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথমবার এ ধরনের জালিয়াতের কান্ড সংঘটিত হয়েছে। পুর নিগমের এই অর্থ সারা দেশের ৭৮ ব্যাংকের একাউন্টে জমা পড়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলি কার সেই তদন্তের মাধ্যমে এই ঘটনায় জড়িত প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। এই উপলক্ষ্যে রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স ও জাগরণ পত্রিকার সমস্ত বিভাগে ছুটি। তাই বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

টাকার জন্য সরকারি স্কুলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত পড়ুয়ারা, অভিযোগ বাম বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। টাকা দিতে না পারায় সরকারি স্কুলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বহু পড়ুয়া। প্রমান সহ সরব হলেন বাম বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ। ঘটনা যুব রাজনগর হাফলংছড়া টিই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

এবার বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পকে ঘিরে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর জেলার যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্রনাথ অভিযোগ তুলেছেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালুর পর থেকে বহু পড়ুয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।বিধায়ক জানান, তিনি নিজেই বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে বহু স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীকে খুঁজে বের করেছেন। বিশেষ করে হাফলং ছড়া টি ই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

বিদ্যালয়টি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে বহু ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা অভিযোগ করছেন, স্কুলে নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে না পারায় শিশুদের উপরের ক্লাসে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে না।এ প্রসঙ্গে শৈলেন্দ্র চন্দ্রনাথ বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে মৌলিক অধিকার। অর্থের অভাবে কোনো ছাত্রছাত্রী যেন পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেটাই আমাদের দায়িত্ব। আমি নিজে ছাত্রছাত্রীদের নাম-ঠিকানা সহ তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং যুবরাজনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জমা দিয়েছি। তিনি দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে এই বঞ্চিত পড়ুয়াদের স্কুলে ভর্তি করাতে হবে।তিনি আরও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয় বাবা বিশ্বকর্মা...

রাজ্যে এল এসপিজি টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নবরূপে সজ্জিত উদয়পুর মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উদ্বোধন করতে ত্রিপুরা সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সফরকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই আগরতলায় এসে পৌঁছেছে এসপিজি টিম।

প্রসঙ্গত, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নবরূপে সজ্জিত উদয়পুর মাতা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

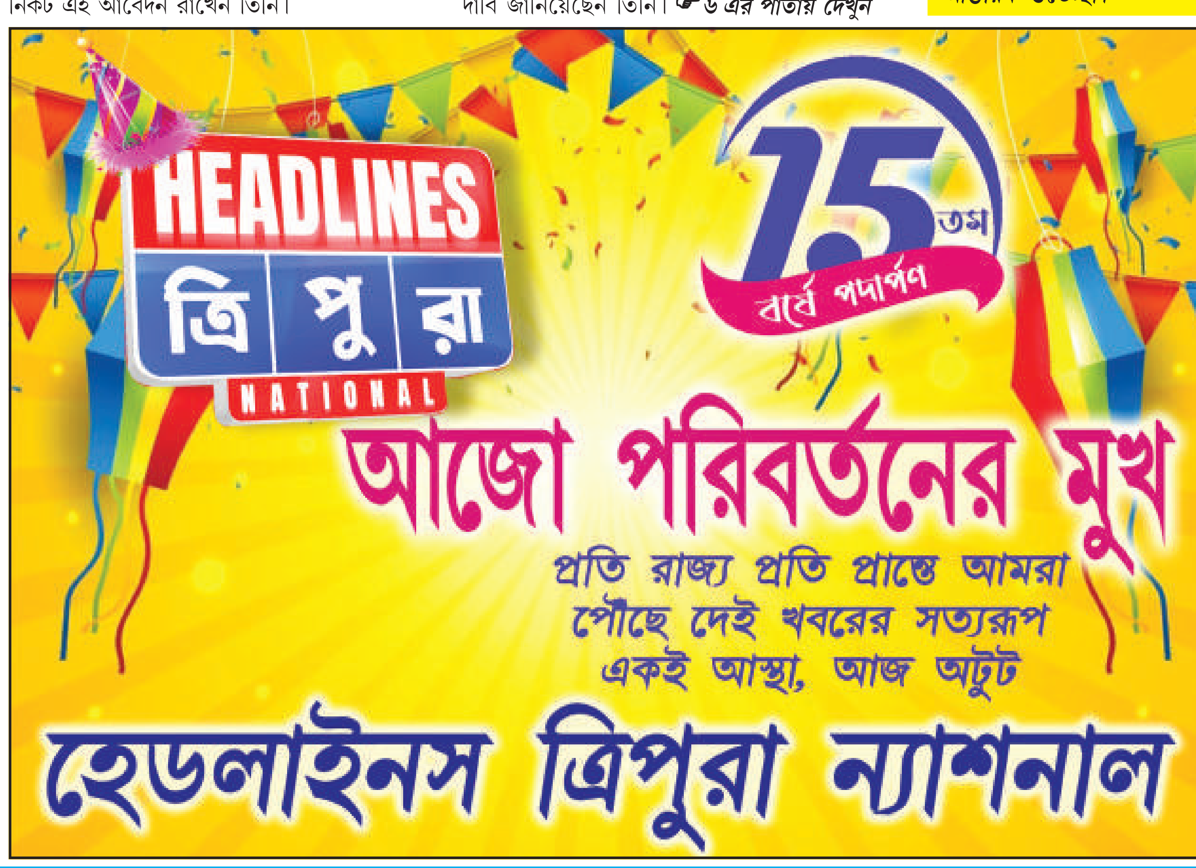

জাগরণ আগরতলা,১৭ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
৩১ ভাদ্র, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা

১৭ সেপ্টেম্বর দেব শিল্পী শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা। বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সর্বত্র নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা হইলো হিন্দু ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই পূজা মূলত বিশ্বকর্মাকে উৎসর্গ করিয়া করা হয়, যাহাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থপতি এবং দেবতাদের কারিগর বলা হয়। কারিগরি ও শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা এই দিনটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালন করেন।বিশ্বকর্মাকে ”দেবশিল্পী” বা ”বিশ্বের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার” বলা হয়। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি দেবতাদের প্রাসাদ, অস্ত্রশস্ত্র, এবং রথ নির্মাণ করেছেন। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরী।রাবণের সোনা দিয়ে তৈরি লঙ্কা নগরী। দেবতাদের বিমান ও অন্যান্য অলৌকিক জিনিস।তাই, যাহারা নির্মাণ শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বা যন্ত্রপাতির সঙ্গে জড়িত, তাহারা বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য এই দিনটি পালন করেন। বিশ্বাস করা হয় যে এই পূজা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য নিয়া আসে এবং কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।অন্যান্য পূজার মতো বিশ্বকর্মা পূজা তিথি মানিয়া করা হয় না, বরং এটি ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন পালন করা হয়। এই দিন সূর্য্য সিংহ রাশি থেকে কন্যা রাশিতে প্রবেশ করে, যাহা সাধারণত প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে হয়।পূজার দিন কলকারখানা, দোকান এবং কর্মক্ষেত্রের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দেবশিল্পীর পূজা করা হয়। এই দিনে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না, কারণ এই দিনটিকে যন্ত্রের বিশ্রামের দিন হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বকর্মার মূর্তি বা ছবি স্থাপন করিয়া ফুল, ফল, মিষ্টি এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়া পূজা করা হয়। পূজার শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং অনেক জায়গায় ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবও পালিত হয়। এটি একটি লোকরঞ্জনকারী প্রথা যাহা এই পূজাকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। বিশ্বকর্মা পূজা সাধারণত পুরোহিত ছাড়াই করা যায়।বিশ্বকর্মা পূজা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি কারিগর ও শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোরও একটি উপায়। এই দিনটি আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে আমাদের জীবনে প্রতিটি কাজ এবং তার পেছনে থাকা কারিগরদের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

কৈলাসহরে সিপিআইএমের আট দফা দাবিতে ডেপুটেশন

কৈলাসহর, ১৬ সেপ্টেম্বর: গৌরনগর আর ডি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আট দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করল সিপিআইএম। মঙ্গলবার দুপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) কৈলাসহর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এই ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। এদিন বামপন্থী কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ডেপুটেশনে উত্থাপিত দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, শারদ উৎসবের পূর্বে শ্রমিকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে রেগা কাজ প্রদান, পিএমএওয়াই প্রকল্পের কোন সুবিধাভোগীর নাম বাতিল না করা, অটল জল ধারা ও জনজীবন মিশন সহ বিভিন্ন প্রকল্পে প্রত্যেক এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৈলাসহর ডাকবাংলো থেকে রাঙ্গাউটি পর্যন্ত পিএমজিএসওয়াই রাস্তার দ্রুত সংস্কার, জলাই নদীর ভাঙন রোধ ও গ্রামীণ রাস্তাগুলির অবিলম্বে মেরামত, গৌরনগর পশু বাজারের অনিয়ম তদন্ত করে পুরো অর্থ পঞ্চায়েতের ফান্ডে জমা করা, বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিল বাতিল করা, বালুছড়া থেকে পাবনি ছড়া ভায়া মরা ছড়া হয়ে কাটানালা পর্যন্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত করা।

এই আট দফা দাবি নিয়ে সিপিআইএম মহকুমা কমিটির প্রতিনিধি দল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। ডেপুটেশন শেষে সংবাদমাধ্যমকে সিপিআইএম নেতা বিশ্বরূপ গোস্বামী জানান, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আধিকারিক দাবিগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলেও তিনি জানান।

একই রাতের দুটি বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর : একই রাতে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত দুইটি বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গতকাল গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়গুলোতে সংঘটিত এই ধরনের অপরাধ স্থানীয়দের মধ্যে এক প্রকার আতঙ্ক তৈরি করেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিক্রম দেবনাথ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, মঙ্গলবার সকালে চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মী প্রতিদিনের মতো বিদ্যালয় খুলতে এলে প্রথমেই চুরির ঘটনার বিষয়টি নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যদের। যদিও এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে কী কী সামগ্রী চুরি হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি ও প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্টএটি পরিকল্পিতভাবেই সংঘটিত চুরি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, চোরেরা সাধারণ সামগ্রী ফেলে রেখে বিদ্যালয়ের কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক এবং ইন্টারনেট পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রাংশগুলো সরিয়ে নিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ চুরি হওয়ায় শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ধরনের অপরাধ বারবার ঘটলেও পুলিশের নৈশকালীন টহল কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি তুইচিন্দ্রাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একই ধরনের চুরির পর আবারও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ও মোহরছড়া বিদ্যালয়ে চুরি হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

শিক্ষাপ্রেমী মহলের দাবি, পুলিশ যদি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে রাত্রিকালীন টহল জোরদার করত, তবে এই ধরনের অপরাধ ঠেকানো সম্ভব হতো। ফলে পুলিশের অবহেলা ও তহলদারীর ঘাটতি নিয়েই এখন সরব গোটা তেলিয়ামুড়া।

এখন দেখার বিষয়, তদন্তের মাধ্যমে পুলিশ কি চুরির রহস্য উন্মোচন করতে পারে, নাকি ঘটনাটি অন্য আরও চাঞ্চল্যকর প্রশ্নের জন্ম দেবে।

নজরুলের ‘ধূমকেতু’: শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিয়ে যায় কাল থেকে কালে

স্বপন পাল

বিজ্ঞানের পরিভাষায় ‘ধূমকেতু’ হল ধুলো, বরফ ও গ্যাসের তৈরি এক ধরনের মহাজাগতিক বস্তু, যা উজ্জ্বল ‘আগুনের ঝ্যাঁটা’র মতো প্রবল গতিতে আছড়ে পড়ে, চিহ্ন রেখে যায় ধরাভূমে।

নজরুলের ধূমকেতু-র সঙ্গে এর যেন খুব মিল। নজরুল সম্পাদিত ‘ধূমকেতু’র আয়ুস্কাল ছিল মাত্র পাঁচমাস মাস ষোল দিন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট, ২৪ শ্রাবণ ১৩২৯; শেষ সংখ্যা ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩, ১৩ মাঘ ১৩২৯। ‘আয় চলে আয় রে ধূমকেতু /আঁধারে বাঁধঅগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন! অলক্ষণের তিলক রেখা/ রাতের ভালে হোকনা লেখা, জাগিয়ে দেরে চমকমেরে,/আছে যারা অর্ধচেতন!’ রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখার হুবহু প্রতিলিপি হিসেবে এই আশীর্বাণী প্রকাশিত হতো ‘ধূমকেতু’তে,- যা ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত প্রথম পৃষ্ঠায় এবং সপ্তম সংখ্যা থেকে তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরীসুন্দরী ঘোষ, বীরজাসুন্দরী সেনগুপ্ত, কবি শেখর কালিদাস রায়, শরৎচন্দ্র পন্ডিত, সরোজিনী নায়ডুর মতো মানুষেরদের আশীর্বাণী নিয়ে শুরু হয়েছিল ‘ধূমকেতু’র পথ চলা।

‘ধূমকেতু’ ছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম আরও অনেক পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অন্য কোনো পত্রিকা ‘ধূমকেতু’র মতো এতোটা সাড়া জাগাতে পারেনি। স্বল্পায়ু হলেও অখ- বাংলা তো বটেই, তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ‘ধূমকেতু’। এমনকি এই পত্রিকার জন্য নজরুলকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল-এতে প্রকাশিত তাঁর লেখা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা এবং এগারো বছরের বালিকা লীলা মৈত্র’র লেখা ‘বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ’ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে। লীলা মৈত্র নজরুলের ঘনিষ্ঠজন অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্রের ছোট বোন। লেখা দু’টি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বরের ‘ধূমকেতু’ সংখ্যায়। তখন নজরুলের বয়স মাত্র তেইশ বছর। রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ‘১২৪ এ’ ধারা অনুসারে কবিকে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। পুলিশ তাঁকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে এবং একই দিনে তাঁর ‘যুগবাণী’ প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ‘ধুমকেতু’তে কি এমন ছিল যে, ব্রিটিশ শাসকরা এতো ক্ষেপে গিয়েছিল! প্রথম সংখ্যাতে ‘সারথির পথের খবর’ শিরোনামে সম্পাদকীয়তে নজরুল ঘোষণা করেন ‘ধূমকেতু’র লক্ষ্য ও পথ: ‘মাভৈ: বাণীর ভরসা নিয়ে’ ‘জয় প্রলংকর’ বলে ‘ধূমকেতু’-কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি-নমস্কার করছি আমার সত্যকে।’ “এ দেশের নাড়ীতে অস্থিমজ্জায় যে পচন ধরেছে তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না----দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে ধূমকেতু হবে আগুনের সম্মার্জনী।”

‘ধূমকেতু কোনো সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।’ একই সঙ্গে এই সংখ্যাতেই নজরুল লিখেছিলেন তাঁর ‘ধূমকেতু’ শিরোনামের অগ্নিগর্ভ কবিতাটিঃ আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহা বিপ্লব হেতু, এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু। আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি সৃষ্টির ঐ চাতুরি, তাই বিধি ও নিয়ন্তে লাথি মেরে, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি। আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও। তাই বিপ্লব আনি, বিদ্রোহ, করি। পত্রিকাটির মোট ৩২টি সংখ্যা বের হয়েছিল। প্রথম সংখ্যা ছিল ১৬ পৃষ্ঠার। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল ১ আনা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫ টাকা। পত্রিকার সম্পাদক, সারথি ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম থেকে সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসেবে, অষ্টম সংখ্যা থেকে সারথি হিসেবে এবং ছাব্বিশ সংখ্যা থেকে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নজরুলের নাম মুদ্রিত হয়। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকাটি সপ্তাহে দু’বার বের হতো, পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় উপরে লেখা থাকতো-‘সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইবে’। সাধারণত শুক্রবার এবং মঙ্গলবারে প্রকাশিত হতো, তবে দুয়েকটি সংখ্যা শনিবারেও বের হয়েছিল। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তখন একটা নিরুত্তাপ ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা যে ঠিকই ছিল, তা বোঝা গেল ‘ধূমকেতু’ প্রকাশিত হবার পর। ‘ধূমকেতু’র মধ্যে তারা দেখতে পেলেন জমিয়ে রাখা বিক্ষুব্ধতার বহিঃপ্রকাশ, যা এতোদিন তাদের মধ্যে দমিত ছিল। এজন্য প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ‘ধূমকেতু’কে তারা নিজেদের হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। গ্রহণের ধরণ কতোটা প্রবল ছিল, এর একটা রূপ দেখতে পাওয়া যায় নীচে উল্লেখিত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত’র বয়ান থেকে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘বিক্রিত সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে, কাগজ বেরোবার আগেই হকার আগাম দাদন দিয়ে চলে যায়। কাগজ বেরোবার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে তরুণের দল জটলা করে, দাঁড়িয়ে থাকে- হকার কতক্ষণে নিয়ে আসে ‘ধূমকেতু’র বালি। তারপর হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়িতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক কপি কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা গরম বক্তৃতা চলে। জাতির অচলায়তন মনকে অহর্নিষি এমন করে ধাক্কা মেরে চলে ধূমকেতু যে রাজশক্তি প্রমাদ গোনে।” অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, “আমিও ফার্সইয়ারের ছাত্র। সপ্তাহান্তে বিকেল বেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে ‘ধূমকেতু’র বান্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সেই-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। শুনেছি স্বদেশী যুগের ‘সন্ধ্যা’-তে ব্রহ্মবান্ধব এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ। একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করবার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙার গান, প্রলয়-বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।” ‘ধূমকেতু’তে প্রকাশিত লেখাসমূহে, এর সম্পাদকীয়তে, বিশেষতঃ নজরুলের কবিতায় যেন আগুন ঝরতো। ব্রিটিশ শাসন শোষণে নিপীড়িত মানুষ এর মধ্য দিয়ে যেমন তাদের মনের কথার যথার্থ প্রতিফলন দেখতে পেতো, পাশাপাশি মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার একটা আঙিনা খুঁজে পেতো। ‘ধুমকেতু’ পত্রিকার আবির্ভাব এবং কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতাকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট তৎকালীন প্রভাবশালী পত্রিকা ‘অমৃতবাজার’-এ লেখা হয়,

- ‘Dhumketuó We cordially welcome the advent of our new Bengali contemporary óDhumketuó a bi weekly edited by Habilder Kazi Nazrul Islam published from 32– College Street– Calcutta. The editor has already made his mark as a powerful poet and some of his recent poems– particularly the “Bidrohi”are among the most well known in the Bengali literature. The articles from the editorial pen in the “Dhumketu” fully sustain the reputation of the soldier poet and the collections he has been able to make one in tune with the fine and energy of his own writings. There is something novel– something enthralling in this new venture. We hope– the “Dhumketu” or comet will not simply be an emblem of distribution in the hands of the soldier poet but will create something that is beautiful something that is abiding and holy.

‘ধূমকেতু’- হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত এবং ৩২, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত সমসাময়িক নতুন বাংলা দ্বি-সাপ্তাহিক ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার আবির্ভাবকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। সম্পাদক ইতিমধ্যেই একজন শক্তিশালী কবি হিসেবে নিজের খ্যাতি তৈরি করেছেন এবং তাঁর সাম্প্রতিক কিছু কবিতা, বিশেষ করে ‘বিদ্রোহী’ বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা সৈনিক কবি’র খ্যাতি যথাযথভাবে বজায় রেখেছে এবং এতে সংকলিত প্রবন্ধসমূহ তাঁর নিজস্ব লেখার সূক্ষ্মতা ও শক্তির সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নতুন উদ্যোগে কিছু অভিনব, কিছু আকর্ষণীয় বিষয় আছে। আমরা আশা করি, ‘ধূমকেতু’ বা ধূমকেতু কেবল সৈনিক-কবির হাতে বিতরণের প্রতীক হয়ে থাকবে না বরং এটি একটি সুন্দর, স্থায়ী এবং পবিত্র কিছু তৈরি করবে।

‘ধূমকেতু’ পত্রিকার প্রকাশের শুভলগ্নে রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা প্রসঙ্গে অচিত্যকুমার সেনগুপ্ত ‘কল্লোল যুগ’-এ লিখেছেন- “নজরুল শেষ মুহূর্তে তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন? এ নজরুল, যার কবিতায় পেয়েছেন তিনি তপ্ত প্রাণের নতুন সজীবতা। শুধু নামে আর টেলিগ্রামে তিনি বুঝতে পারলেন ‘ধূমকেতু’র মর্মকথা কি। যৌবনকে ‘চিরজীবী’ আখ্যা দিয়ে ‘বলাকা’য় তিনি ঘা মেরে বাঁচতে বলেছিলেন, সেটাতে রাজনীতি ছিল না, কিন্তু, এবার ‘ধূমকেতু’কে তিনি যা লিখে পাঠালেন তা সুষ্ঠু রাজনীতি, প্রত্যক্ষ জাগরণের সংকেত।” ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর কাজী নজরুল ইসলাম ‘ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা’ চেয়ে ‘ধূমকেতু’তে লিখেন, ‘সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশির মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা পুটুলি বেঁধে সাগর পাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষে করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।’ এর সাথে এও তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে।’ কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেটাও তিনি বলেছেন পরিস্কার করে, ‘সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন- শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।’ এখানেই নজরুল অন্য দশজনের চেয়ে আলাদা। যখন তিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তখন পর্যন্ত এমন স্পষ্ট করে কেউ বলেনি, এ ছাড়াও যে বিদ্রোহের কথা তিনি বলেছেন, তেমন করে বিদ্রোহ করতে না পারলে যে প্রত্যাশিত স্বাধীনতা সম্ভব নয়, সেটিও বলে দিয়েছেন। সেই বাঁধন-শৃঙ্খল যে আমাদের মানসিকও, সেটা থেকেও বের হয়ে আসার উপর জোর দিয়েছেন নজরুল। এখনও যা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। এটিকে আমাদের বোঝাপড়ার মধ্যে আনতে হবে এবং এর জন্যে নজরুলের সাথে যোগযোগ সজীব রাখতে প্রয়োজন নিরন্তর নজরুল অধ্যয়ন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয় এবং তিনি এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ‘ধূমকেতু’তে নিজের কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ এবং লীলা মিত্রের লেখা ‘বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ’ ছাপানোর জন্যে। ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটি মূলত দেবী দুর্গার আবাহনমূলক। কবিতাটি দেবী আবাহনের হলেও দেবীকে উদ্দেশ্যে করে নজরুল লিখেছিলেনঃ আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল? স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল, দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি, ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,-আসবি কখন সর্বনাশী? কথাগুলো দেবীর উদ্দেশ্যে বলা হলেও, মূল লক্ষ্য ভারতের ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার। স্বর্গসম মাতৃভূমিতে তারা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষন কায়েম করেছে, তাদেরকে তিনি ‘অত্যাচারী চাঁড়াল শক্তি’ বলেছেন। একই সাথে স্বাধীনতাকামীদের তিনি ‘দেবশিশু’ বলেছেন। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার সেই দেবশিশুদের নিপীড়ণ করছে, ফাঁসি দিচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ভারতকে কসাইখানায় পরিণত করেছে। এই কবিতার রাজনৈতিক অভিঘাত এখানেই যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের শাসন পরিস্থিতির বিষয়টি বেরিয়ে আসছে মিথের আড়াল থেকে। ‘বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি’ উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে বেরিয়ে আসে ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামের ফাঁসির বিষয়টিও। সমকালীন জীবন-বাস্তবতার সাথে মিথ চরিত্রের মিথস্ক্রিয়া করেছেন নজরুল আর এভাবেই তৈরি হয়েছে নতুন পাঠ, রাজনীতি এসেছে এক ভিন্ন অভিজ্ঞানে।

জানা যায়, এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল দৈনিক আনন্দবাজার’ পত্রিকার দুর্গাপূজার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য, তাদেরই অনুরোধে। কিন্তু দৈনিক আনন্দবাজার’ কর্তৃপক্ষ কবিতাটি ছাপতে সাহস পায়নি। তাই নিজের কাগজ ‘ধূমকেতু’তেই এটা প্রকাশ করেন নজরুল। এই অপরাধে তাঁর বিচারও হয়। কিন্তু নজরুল ঔপনিবেশিক সরকারের ওই বিচার মানেননি, মানতে রাজি ছিলেন না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে তিনি ‘অপরাধী’ হলেও এই কবিতা তৎকালীন ভারতবাসীকে যেমন উদ্দীপিত করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হতে, তেমনি এখনো যে কোন অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস দেয় এবং যে কোন মুক্তির লড়াইয়ে এই কবিতা আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে যাবে চিরকাল।

অভিযুক্ত রাজবিদ্রোহী হিসেবে নজরুল বলেন, ‘আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানোএ কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায়-শাসন-ক্লিষ্ট বন্দি সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? নাএ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।’ ‘ধূমকেতু’ তাই শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিয়ে যাবে কাল থেকে কালে আর এভাবেই নজরুল সাহসী চেতনার উৎস হয়ে থাকবেন কালোত্তীর্ণ মাত্রায়।

এবার অশান্ত নেপাল বিশ্বগুরুর কপালে ভাঁজ

অভিজিৎ রায়

নেপাল সাম্প্রতিক স্মৃতির সবচেয়ে অস্থির পর্যায়ের একটির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার উপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা তরুণদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই দুর্নীতি ও বেকারত্বে ক্লান্ত। যদিও নেপালের রাস্তায় তরুণদের দ্বারা প্রকাশিত হতাশা কোনও তাড়নামূলক প্রতিক্রিয়া নয়, বা এটি কেবল একটি সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে নয়, এটি আসলে দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষকে প্রতিফলিত করে যা দীর্ঘ সময় ধরে সংযমের পরে উদ্ভুত হয়েছে। এই পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেয় যে রাজনৈতিক অসন্তোষ কত দ্রুত আইন বিশৃঙ্খলে রূপান্তরিত হতে পারে। অকল্পনীয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিষেধাজ্ঞা ছিল কেবল স্ফুলিঙ্গ, দুর্নীতি, অভিজাততা এবং তরুণদের জন্য সুযোগের অভাবের আকারে দীর্ঘদিন ধরে এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

নেপালে জেন জেডের বিক্ষোভের পর, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া কিন্তু দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং ক্রমহ্রাসমান চাকরির সুযোগ প্রদানকারী নেতাদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করা প্রজন্মের ক্রমবর্ধমান হতাশার আগুন কীভাবে নিভানো যায় তা নিয়ে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। নেপালের তরুণদের জন্য, যাদের অনেকেই কম বেতনের চাকরি বা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য বিদেশে পাড়ি জমানোর বিরোধিতা করে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জীবিকা অর্জন এবং সৃজনশীল স্বাধীনতা অনুশীলনের স্থান হয়ে উঠেছে। সরকারের নিষেধাজ্ঞা তাদের স্বায়ত্তশাসনের উপর আঘাত হানে। অনলাইনে ভাইরাল ‘নেপো কিডস’ প্রচারণা থেকে শুরু করে রাস্তায় স্লোগান পর্যন্ত, জেন জেড স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এটি আবেগপ্রবণ ক্রোধ নয় বরং পদ্ধতিগত অন্যায়ের প্রতি প্রতিক্রিয়া।

নেপো বেবি- এর ঘটনাটি স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতি সম্পর্কে ব্যাপক উদ্বেগকে তুলে ধরে। এইবছরের শুরুতে, রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য দেশব্যাপী আহ্বান জানিয়ে একই রকম একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। সেই সময়কালে, জনগণও তাদের হতাশা প্রকাশ করেছিল দুর্নীতির উপর। নেপালের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি দীর্ঘ সময় ধরে অনিশ্চিত। জাতি রাজনৈতিক অস্থিরতা, বেকারত্ব এবং অন্যান্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সাথে লড়াই করছে। এটা বিদ্রূপাত্মক যে ২০০৮ সালে, এই বিষয়গুলিকে মোকাবেলা করে একটি উল্লেখযোগ্য জনআন্দোলন শুরু হয়েছিল, যার ফলে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং একটি প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু দুই দশকেরও কম সময় পরে, জনগণ সেই ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। তাদের নেতাদের প্রতি ভোটারদের মধ্যে হতাশার মাত্রা বুঝতে হলে, কেবল এটিই লক্ষ্য করা উচিত যে গত ১৭ বছরে ১৪টি সরকার গঠিত হয়েছে। তদুপরি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা থেকে শুরু করে বাবুরাম ভট্টরাই, প্রচণ্ড এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি পর্যন্ত রাজনীতিবিদরা সকলেই দুর্নীতির অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছেন। যদিও নেপাল সেনাবাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, এটি সাময়িক শান্তি আনতে পারে, কিন্তু এটি রাজনৈতিক সংস্কার এবং জবাবদিহিতার বিকল্প হতে পারে না। তবুও চলমান অস্থিরতা ভারতের জন্য গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিপ্লবের পর, যা শেখ হাসিনার সমর্থক শাসনকে উৎখাত করে। ভারত ও চিনের মধ্যে একটি বাফার রাষ্ট্র হিসেবে নেপালের ভূ রাজনৈতিক গুরুত্ব বেশি এবং সাধারণত উত্তেজনাপূর্ণ উপমহাদেশে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান বজায় রেখেছে। ভারতের সমালোচক হিসেবে ওলির খ্যাতি, চীনের সাথে নিজেকে একত্রিত করা এবং বিতর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপন করা সত্ত্বেও সিপিএন ইউএমএল আবারও সোমবার লিপুলেখ পাস দিয়ে বাণিজ্য সম্পর্কিত ভারত ও চীনের মধ্যে চুক্তির বিরোধিতা করেছে ভারত সতর্কতার সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

নীতিনির্ধারকরা যদি জেন জি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে তারা ক্ষোভকে অগ্রগতিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা যদি তাদের উপেক্ষা করেন, তাহলে এটি কেবল অস্থিরতাকে আরও তীব্র করবে এবং শাসকদের বৈধতা হারাতে বাধ্য করবে।

ভারতের জন্য, এই সংকটকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সে যায় না। সীমান্ত বাণিজ্য এবং পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বিমান সংস্থাগুলি কার্যক্রম স্থগিত করেছে এবং অনিশ্চয়তা ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী এত জ্বালানি অংশীদার হিসেবে নেপালের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ভারতের জন্য, বাতাটি স্পষ্ট: আমাদের প্রতিবেশী অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনিবার্যভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়বে। নেপালে স্থিতিশীলতা কেবল একটি কূটনৈতিক প্রয়োজনীয়তা নয় বরং আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একটি সুরক্ষাও। নেপালে জেন জি-র বিদ্রোহ দেখায় যে আজকের তরুণরা চুপ থাকতে অস্বীকার করে। জি তারা কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং প্রকৃত ভিন্নমতকে উপেক্ষা করে এমন ব্যবস্থাকে সে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের লড়াই বেকারত্ব, বৈষম্য এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক নেতারা নেপালের অস্থিরতাকে বিশৃঙ্খলা হিসেবে উড়িয়ে দিতে পারেন না। বিদ্রোহ একটি নতুন সামাজিক চুক্তির আহ্বানের প্রতিনিধিত্ব করে।

নীতিনির্ধারকরা যদি জেন জি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে তারা ক্ষোভকে অগ্রগতিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা যদি তাদের উপেক্ষা করেন, তাহলে এটি কেবল অস্থিরতাকে আরও তীব্র করবে এবং শাসকদের বৈধতা হারাতে বাধ্য করবে। জেন জি ইতিমধ্যেই তার সাহস, সৃজনশীলতা এবং দৃঢ়তার প্রদর্শন করেছেন। বিদ্রোহ পুনর্নবীকরণের একটি সুযোগ। আসল প্রশ্ন হল নেতৃত্ব কি এতে মনোযোগ দেবেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

হরিদ্বার দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

মোদী — একজন শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল ভারতের স্থপতি

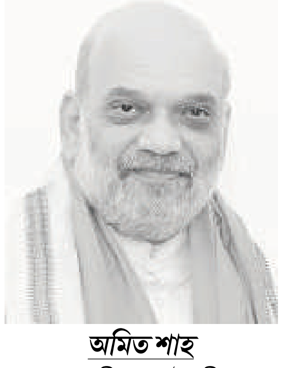

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৭ই সেপ্টেম্বর দিনটি ইতিহাসে নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনে, সারা দেশের কারিগর এবং শ্রমিকরা আনন্দের সাথে বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উদযাপন করে। এই দিনেই নিষ্ঠুর নিজাম এবং রাজাকারদের হাত থেকে হায়দ্রাবাদ মুক্ত হয়েছিল। এবং, এই দিনে একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্ম হয়েছিল যিনি তার সমগ্র জীবন দেশ এবং দেশের জনগণের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন-তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি। মোদী জি''র এবারের জন্মদিন আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি তাঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে, আমি মোদী জি''কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং ভারতের জন্য মহত্ত্ব অর্জনের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু, শক্তি এবং সুস্বাস্থ্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সাথে কয়েক দশক ধরে কাজ করার পর, আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি যে তাঁর ব্যক্তিত্ব একজন রাজনীতিবিদের চেয়েও বেশি। এটি দেশের কল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন লক্ষ্য-চালিত নেতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর কাছে, দেশের উত্থান এবং নাগরিকদের কল্যাণ কেবল আদর্শই নয় বরং একটি পথপ্রদর্শক নীতি। তাঁর নেতৃত্বকে অনন্য করে তোলে সর্বাত্মক শাসনব্যবস্থার মডেল নিশ্চিত করার প্রতি তাঁর অবিচল মনোনিবেশ থেকে। তাঁর নীতি এবং এর বাস্তবায়ন সর্বদা এতেই জোর দিয়েছে যাতে এই উন্নয়ন যাত্রায় কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় পিছিয়ে না থাকে। তাঁর কাছে, শাসন কোনো ক্ষমতার হাতিয়ার নয় বরং সেবার একটি মাধ্যম। তাঁর নেতৃত্বে, দরিদ্রদের জন্য অসংখ্য কল্যাণমূলক প্রকল্প কেবল চালু করাই হয়নি বরং এর লক্ষ্যগুলি সফলভাবে অর্জনও করেছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জন ধন যোজনা ৫০ কোটিরও বেশি মানুষকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করেছে, এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে; উজ্জ্বলা যোজনা লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ধোঁয়া থেকে মুক্ত করেছে এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন দিয়েছে; আয়ুষ্মান ভারত দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবার নিরাপত্তা প্রদান করেছে; এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের একটি বাড়ির মালিকানার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। যখনই আমি কোনও সুবিধাভোগীর চোখের দিকে তাকাই এবং সন্তুষ্টি এবং আস্থা দেখি, তখনই আমি বুঝতে পারি যে মোদীজির শাসন কীভাবে জনকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে।

আরএসএসের একজন প্রচারক হিসেবে তিনি সারা দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং সমাজের সকল শ্রেণীর সাথে যোগাযোগ করেছেন। তিনি কেবল ভারতের আত্মাকেই ঘনিষ্ঠভাবে দেখেননি বরং এর অভ্যন্তরীণ শক্তিও অনুভব করেছেন। পরবর্তীতে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতির মাধ্যমে তাঁর শাসনব্যবস্থায় এর প্রতিফলন ঘটেছে। একজন প্রচারক হিসেবেই মোদীজি সংগঠনের শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে, ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনকে পুনর্গঠন করার সময়, তিনি উদ্ভাবনী সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন যা দলের কার্যকরী গতিশীলতাকে রূপান্তরিত করেছিল। আমি ভাগ্যবান যে, বিজেপির জাতীয় সভাপতি হিসেবে, জাতীয় পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংগঠনিক অন্তর্দৃষ্টি বাস্তবায়নের সুযোগ আমার হয়েছিল।

শক্তিশালী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হলো কঠিন পরিস্থিতিতেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। এই ক্ষেত্রে, মোদীজির নেতৃত্ব ভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি। আমি দেখেছি তিনি অসাধারণ ধৈর্য্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা বজায় রাখতেন, এমনকি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও। ২০১৪ সাল থেকে, এমন বেশ কয়েকবার এসেছে যখন দেশের সাহসী এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল। মোদীজি নেতৃত্বের নীতিগুলিকে দৃঢ়ভাবে সমুন্নত রেখেছিলেন এবং দেশের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক নোট বাতিল এবং জিএসটি আমাদের অর্থনৈতিক সংস্কারে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ৩৭০ ধারা বাতিলকে এমন একটি সিদ্ধান্ত হিসেবে স্মরণ করা হবে যা কেবল রাজনৈতিক সাহসই নয়, জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি মোদীজির অটল অঙ্গীকারেরও প্রতিফলন ঘটিয়েছে। তিন তালাকের সামাজিক কুফল দূর করা ছিল নারীদের মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষার জন্য একটি সাহসী পদক্ষেপ। এই সিদ্ধান্তগুলির কোনওটিই সহজ ছিল না। এগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু মোদীজি কখনও দমে যাননি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রতিরোধ বা সমালোচনা নির্বিশেষে দেশের স্বার্থ অনুসরণ করতে হবে। যখন কোভিড-১৯ মহামারী গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তখন মোদীজি কেবল জনসাধারণকে আশ্বস্তই করেননি, দেশের শিল্প, বিজ্ঞানী এবং যুবসমাজকে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহামারীর সময় বিশ্ব ভারতকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু আমাদের বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণেই কেবল দেশে রেকর্ড সময়ের মধ্যে টিকা তৈরি হয়নি, বরং প্রযুক্তি-চালিত বিনামূল্যে টিকাকরণ অভিযানের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের কাছে কোভিড ব্যবস্থাপনার একটি অনুকরণীয় মডেল উপস্থাপন করেছি।

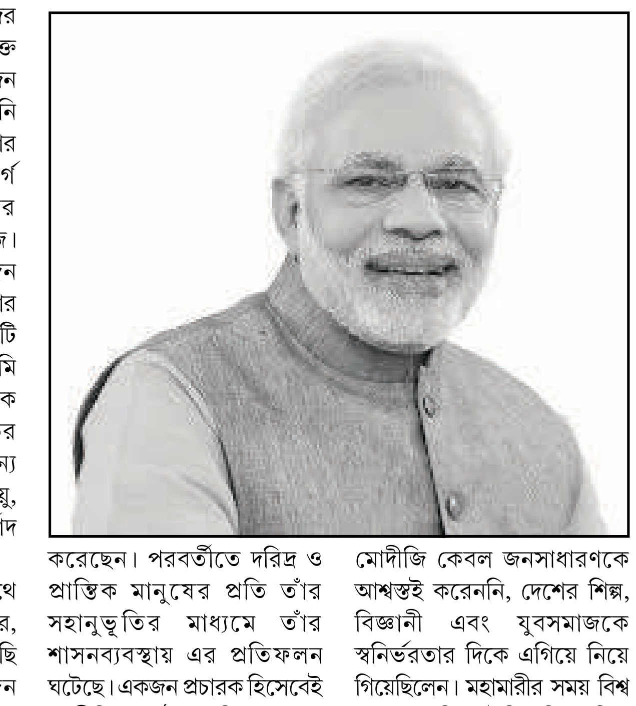

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারত বারবার প্রমাণ করেছে যে জাতীয় নিরাপত্তা এবং আত্মসম্মান আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উরি হামলার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে ভারত আর সন্ত্রাসবাদের নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না। পুলওয়ামা ঘটনার পর বালাকোট বিমান হামলা এই সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে। সম্প্রতি, পহেলগাম হামলার প্রতিক্রিয়ায় ৭ মে ২০২৫ তারিখে পরিচালিত ''অপারেশন সিন্দুর'' এই নীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে যখনই দেশের পরিচয় এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, ভারত সাহস এবং দৃঢ়তার সাথে প্রতিক্রিয়া জানাবে। এই পদক্ষেপগুলি কেবল ভারতের জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং গর্বের অনুভূতিকেই শক্তিশালী করেনি বরং বিশ্বকে এই বার্তা দিয়েছে যে নতুন ভারত তার জাতীয় মঙ্গল রক্ষার জন্য যেকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।

বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও মোদীজির কৌশল ছিল অনন্য। আজ, যখন তিনি একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে ভারতের অবস্থান তুলে ধরেন, তখন আমাদের সকলের মধ্যে গর্বের ঢেউ বয়ে যায়। অতীতে ভারতকে প্রায়শই একটি উদীয়মান দেশ হিসেবে দেখা হত, এখন মোদীজির নেতৃত্বে, ভারত বিশ্বনেতার ভূমিকা গ্রহণের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হোক, জি-২০ সম্মেলন হোক, অথবা জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণ হোক - সর্বত্রই তাঁর আত্মবিশ্বাস ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্র মোদীজি সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, তা থেকে বলতে পারি যে তাঁর ব্যক্তিত্ব কেবল নীতি ও কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর এক বিশেষ ক্যারিশমা রয়েছে, যা তাঁকে সরাসরি জনসাধারণের সাথে সংযুক্ত করে। তাঁর বক্তৃতায় স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সরলতার ছোঁয়া রয়েছে, যা তাঁকে জনসাধারণের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়। যখন তিনি ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানে কথা বলেন, তখন কোটি কোটি মানুষ অনুভব করেন যে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করছেন। গ্রামের কৃষক হোন, শহরের ছাত্র হোন, গৃহিণী হোন, সকলেই তাঁর প্রতি অনুরাগ অনুভব করতে শুরু করেন। এটি কোনও সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়।

পিছনে ফিরে তাকালে আমি দেখতে পাই যে শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নয়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ভারতকে শক্তিশালী করেছেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন এমন মোদীজির একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে ২০৪৭ সালে, যখন ভারত স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, তখন আমাদের দেশ ''আত্মনির্ভর ভারত'' এবং একটি মহান দেশ হিসেবে তার মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করবে এবং এটি অর্জনের জন্য, তিনি তার দূরদর্শী নীতিমালার মাধ্যমে দেশকে দ্রুত এই দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি প্রতিটি ভারতীয়ের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন যে আমরা এই পৃথিবীতে অতুলনীয়। গত ১১ বছরে, তার নেতৃত্বে, দেশ আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাসের নতুন উচ্চতাকে স্পর্শ করেছে, যা আমার দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক এবং অনন্য।

প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃত নেতৃত্ব হল সেই ব্যক্তিত্ব যিনি প্রতিটি মুহূর্ত দেশের জন্য উৎসর্গ করেন এবং যার দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানের বাইরেও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। আজ, নরেন্দ্র মোদীজির এই ব্যক্তিত্বই ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ইউনূস

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর: শারদোৎসবের আগে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে তোলপাড়ের আবহ। তার মধ্যেই মঙ্গলবার সকালে ঢাকার ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে হাজির হলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনূস। মন্দিরে ঢুকেই দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন তিনি। উপস্থিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ''কোনও ধর্মকে আলাদা করে দেখা যাবে না। রাষ্ট্রকে সব ধর্মের সমান মর্যাদা দিতে বাধ্য থাকতে হবে। নিরাপত্তা বাহিনীর বেষ্টনির মধ্যে নয়, আমরা চাই এমন বাংলাদেশ, যেখানে সবাই স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম পালন করবে।''তিনি আরও বলেন, ''আমরা যদি নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হই, তবে জাতি হিসেবে ব্যর্থ হব। কিন্তু ব্যর্থ হতে চাই না। আমরা চাই, বাংলাদেশে যেন কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু না থাকে সবাই সমান মর্যাদার নাগরিক হিসেবে পরিচিত হোক।''

সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকার যমুনা রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় বিভিন্ন পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পূজামণ্ডপে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সাধারণত দেখা-সাক্ষাৎ কম হলেও পুজোর সময় অন্তত একবার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয় এই কথাও জানিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। তার পরের দিনই হঠাৎ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সফর করেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু নির্যাতন ও ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি নিয়ে সমালোচনার মুখে অন্তর্বর্তী সরকার। তার পরপরই ইউনুসের এই সফর সংখ্যালঘুদের আস্থা ফেরানোর প্রচেষ্টা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বাংলাদেশে 'পিআর' চেয়ে পথে ইসলামি জোট
ভোটে বেসুরো জামায়াত

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের আগে ফের নতুন সুর রাজনীতিতে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) দাবিতে মঙ্গলবার একযোগে আন্দোলনের ডাক দিল জামায়াতে ইসলামি, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন), খেলাফত মজলিস-সহ কয়েকটি ইসলামি দল।

তাদের দাবি, জুলাই অভ্যুত্থানের ঘোষিত সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন, সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, সব দলের সমান সুযোগ, জাতীয় পার্টি (জাপা) ও ১৪ দলের নিষিদ্ধকরণ এবং জুলাই গণহত্যার বিচার। আপাতত সেপ্টেম্বরে তিন দিন টানা একই সময়ে ঢাকা থেকে জেলা পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা হয়েছে।

তবে এই দাবিতে রাজনীতির ভিতরে নতুন ভাঙনও সামনে এল। বিএনপি ও বামপন্থী দলগুলি পিআর ব্যবস্থার বিরোধিতা করছে। তাদের দাবি, সাংবিধানিক সংস্কার কেবল নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন, ''পিআর ভোট মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। এটি এক সুপরিকল্পিত মাস্টারপ্ল্যান, যা কারও জন্যই ভালো হবে না।''স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বক্তব্য, ''জনগণের ম্যান্ডেট না নিয়ে পথে নেমে কর্মসূচি দিলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হবে। দ্রুত নির্বাচন না হলে দেশে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।''অন্যদিকে চরমোনাই পীর মুফতি রেজাউল করিম দাবি করেছেন, ''গত ৫৪ বছরের ভোটব্যবস্থা দেশকে পিছিয়ে দিয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। তাই পিআর ছাড়া উপায় নেই।''রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, ছোট দলগুলির লক্ষ্য আসলে সংসদে আসন পাওয়া। স্বল্প ভোটেও যাতে প্রতিনিধি হতে পারে, তাই পিআর আন্দোলনকে হাতিয়ার করছে তারা। ফলে নির্বাচনের আগে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হল।

দ্বিতীয় জাতীয় অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : আজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় জাতীয় অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স সম্মেলন। এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুই দিনব্যাপী এই কনফারেন্সে দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এএনটিএফ প্রধানরা ছাড়াও একাধিক সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন। উদ্বোধনী ভাষণে অমিত শাহ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' নীতিকে সামনে রেখে সারা দেশে চলছে ড্রাগ-মুক্ত ভারত অভিযান। বর্তমানে এই ক্যাম্পেইন দেশের ৩৭২টি জেলায় চলছে, যেখানে ১০ কোটি নাগরিক এবং ৩ লক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ''এই অভিযান প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে দিতে হবে এবং দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।''

মন্ত্রী আরও বলেন, ''মাদক বিরোধী লড়াইয়ে সাফল্য পেতে হলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত বিভাগকে একযোগে কাজ করতে হবে।''

অমিত শাহ জানিয়েছেন, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু রাস্তার ধারে খুচরো বিক্রেতাদের ধরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি তিনটি স্তরের মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধএক, দেশের প্রবেশপথ দিয়ে যাঁরা মাদক প্রবেশ করায়, দুই, সেই মাদক রাজ্যে রাজ্যে পরিবহণ করে যাঁরা পৌঁছে দেয় এবং তিন, স্থানীয় পর্যায়ে যারা খুচরো বিক্রি করে। মন্ত্রী বলেন, ''ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে সন্ত্রাস এবং অন্যান্য অপরাধও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বিদেশে বসবাসকারী অপরাধীদেরও ভারতের আইনের আওতায় আনা জরুরি।''

তিনি এ-ও বলেন, ''২০২৪ সালের নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং অনলাইন ড্রাগ ডিসপোজাল ক্যাম্পেইনেরও সূচনা করা হয়েছে।''

এই সম্মেলনে মোট আটটি কারিগরি সেশন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেশনগুলি হল 'ড্রাগ ফ্রি ইন্ডিয়া ৺২০৪৭', 'তদন্ত ও বিচারে কার্যকারিতা বৃদ্ধি', এবং 'চক্র ও মাফিয়া নেটওয়ার্ক ধ্বংসকরণ'। এই সম্মেলনের থিম হল ইউনাইটেড রিসোলভ, শেয়ারড রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ 'ঐক্যবদ্ধ সংকল্প, যৌথ দায়িত্ব'। অমিত শাহ তাঁর বক্তব্যে যুবসমাজকে মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন, ''২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে হলে যুব সমাজকে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।''

দেরাদুনে ক্লাউডব্লাস্টে তাণ্ডব, ট্যাপকেশ্বর মন্দির জলমগ্ন, ২০০ ছাত্র উদ্ধার

দেরাদুন, ১৬ সেপ্টেম্বর : উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে রাতারাতি প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ দেখা গেল। সোমবার রাতভর টানা ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে শহরের উপকণ্ঠে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ক্লাউডবার্স, যার ফলে ট্যামসা নদীর জলস্তর হঠাৎ করে বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। নদীর রূপ এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, শহরের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র, ঐতিহাসিক ট্যাপকেশ্বর মহাদেব মন্দির সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত দুই ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি শহরের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মন্দিরের আশপাশের দোকান, রাস্তা ও পার্ক করা গাড়ি পানির তোড়ে ভেসে গিয়েছে। জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে পাউনদা অঞ্চলে অবস্থিত দেবভূমি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র ক্যাম্পাসে, যেখানে অতিরিক্ত জল জমে ২০০ ছাত্র আটকে পড়েন। ছঙ্গট্টচ-এর একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধার কাজ চালায় এবং সকল ছাত্রকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। এসডিআরএফ-এর বিবৃতিতে জানানো হয়, ''আমাদের দল সময়মতো পৌঁছে পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে সকল ছাত্রকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হলেও উদ্ধার কাজ সফল হয়েছে।''

ঘটনার খবর পেয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাভিন বনসাল ও এসডিএম কুমকুম জোশী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করেন এবং উদ্ধার কাজের তদারকি করেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী মঙ্গলবার ভোরে স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন এবং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ''সাহসত্রধারা, মালদেবতা, কেশরওয়ালা ও রাইপুর এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ১০০ মিটার রাস্তা ধুয়ে গেছে, বহু বাড়ি ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। তবে প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে।'' তিনি আরও বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ সকালে আমাকে ফোন করে বিস্তারিত তথ্য নিয়েছেন এবং রাজ্যকে সমস্তরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।''

এনডিআরএফ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট অজয় পান্ত জানান, ''ক্লাউডবার্সরে কারণে পাহাড় থেকে এখনও মাটি, পাথর ও জল নেমে আসছে, তাই সন্ধ্যার পর তল্লাশি অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনজন ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।''

সাহসত্রধারা নদীর জল বাড়তে বাড়তে শহরের মূল বাজার এলাকায় ঢুকে পড়ে, যার ফলে অনেক দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শহরের একাধিক রাস্তায় ধস নেমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাইপুর-মালদেবতা রোড সম্পূর্ণ ধুয়ে গেছে বলে জানা গেছে। একাধিক গ্রামের সঙ্গে সড়ক সংযোগ ভেঙে পড়েছে। রেললাইনও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রেল যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়েছে।

দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও নদীর জল ঢুকে পড়ায় ঋষিকেশ, মালদেবতা, সাহসত্রধারা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করছে।

এদিকে, উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও একইসঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অব্যাহত। হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলায়, ২০ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলমান অতিবৃষ্টির ফলে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, এবং ৬০৩ কোটিরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার ডেপুটি কমিশনার হেমরাজ বাইরওয়া। ১৮০টি কাঁচা বাড়ি ও ২৭টি পাকা বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। এছাড়া ১,৩৮৮টি গোয়ালঘর, ৭৪টি শ্রমিক শেড, রান্নাঘর, বাথরুম এবং ৩৩টি দোকান ধ্বংস হয়েছে।

শিমলায়, মাত্র ১২ ঘণ্টায় ১৪১ মিমি বৃষ্টিপাত হওয়ায় বেশ কয়েকটি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং ভূমিধসের ফলে প্রধান রাস্তাগুলি বন্ধ হয়ে পড়েছে। স্কুলে যেতে পারছে না অনেক ছাত্রছাত্রী। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী, যিনি পরিবহণ দফতরের দায়িত্বে আছেন, জানিয়েছেন যে ধরমপুর বাসস্ট্যান্ড, এইচআরটিসি-র বহু বাস ও দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সম্মিলিতভাবে বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ করে চলেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে এবং পাহাড়ি এলাকা ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে জনসাধারণকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচলপ্রদেশের এই দুর্যোগ ফের প্রশ্ন তোলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও পাহাড়ি অঞ্চলে অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের ফলে কতটা ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে এই পাহাড়ি রাজ্যগুলির পরিবেশ। ভবিষ্যতের জন্য আরও সতর্কতা ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যে জরুরি, এই দুর্যোগ তা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মঙ্গলবার সদর মহকুমাশাসকের কাছে কংগ্রেসের ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

গ্রীষ্মকালীন ফল কাঁঠালের বীজের উপকারিতা

গ্রীষ্মকালীন ফলের মধ্যে কাঁঠাল এটি অন্যতম ফল। সারাবছর গ্রীষ্মকালীন ফল পাওয়া গেলেও বিশেষ করে জাম, জামরুল, তরমুজ ও কাঁঠাল সব সময় পাওয়া যায় না। গরম পড়তেই দেখা মেলে এই ফলের। কাঁঠালের মরশুমে বাজারে এখন কাঁঠালের ছড়াছড়ি। কাঁঠালে আছে নানা শারীরিক উপকারিতা। কিন্তু জানেন কি, শুধু কাঁঠালে বীজ নানা পুষ্টিগুনে ভরপুর। এতে আছে প্রোটিন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, জিংক, আয়রন ফসফরাস ও ফাইবার। ত্বক, চুল, পেট সহ শারীরিক বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে। ডায়াবেটিস, বদ হজম ও ত্বকের সুরক্ষা ছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এমনকি এই বীজ শুকিয়ে ভেজে খেতেও পছন্দ করেন অনেকে। গরমের দুপুরে মটর ডালের সাথে কাঁঠালের বীজ দিয়ে রান্না করা খাবারও খেতে খুব ভালো লাগে। এছাড়া আরো নানা উপায়েই রান্না হয় এই কাঁঠালের বীজ দিয়ে।তাহলে জেনে নিন কাঁঠাল বীজের কার্যকারিতা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে- কাঁঠালের বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। ফ্যাটের পরিমাণও খুব কম। কাঁঠালের বীজে থাকা প্রোটিন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পেশি সুস্থ, সবল ও দৃঢ় করতেও সহায়তা করে।

বদ হজমের সমস্যা কমাতে:- বদহজমের সমস্যা কমাতে দারুণ কার্যকরী কাঁঠালের বীজ। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। হজম ক্ষমতা বাড়াতে দারুন সহায়ক। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কাঁঠালের বীজকে শুকনো করে গুঁড়ো করে নিয়মিত জলের সাথে মিশিয়ে খেলে উপকার পারেন।

ডায়াবেটিসের সমস্যা কমাতে- রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে। যারা ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন তারা তাদের খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন কাঁঠালের বীজ। আয়রন সমৃদ্ধ কাঁঠালের বীজ রক্ত স্বল্পতার সমস্যা কমায়।

ত্বকের যত্নে উপকারি- কাঁঠালের বীজ ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়ক। কাঁঠালের বীজে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ত্বক টানটান করে তোলে। ত্বকের অবাঞ্ছিত দাগছোপ দূর করতেও দারুণ উপকারি এই কাঁঠালের বীজ।

গরমে কোন কোন খাবর স্বাস্থের জন্য উপকারী

দিনে দিনে গরমের পারদ বেড়েই চলেছে। এই অসহ্যকর গরমে সুস্থ থাকাটা সকলের কাছে একটা চ্যালেঞ্জি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময় পেটের সমস্যা, বমি ভাব থেকে শুরু করে দেখা দেয় ডিহাইড্রেশনরে সমস্যা। গরমের যে কোনও শারীরিক জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে সঠিক খাবার খেতে হবে। গরমে সুস্থ থাকতে চাইলে ব্রেকফাস্টে খেতে পারেন এমন কিছু খাবার। জেনে নিন কোন কোন খাবর এই সময় স্বাস্থের জন্য উপকারী। আম ও খেলে মিলবে উপকার।

প্যানকেক- জলখাবারে অনেকেই প্যানকেক খেয়ে থাকেন। তবে, এবার প্যককেক তৈরির পর ওপর থেকে উপকারী ফল ছড়িয়ে দিন। এই সময় বাজারে নানা রকম ফল পাওয়া যায়। এতে উপকারও পাওয়া যাবে, শরীর সুস্থ থাকবে এবং পেটও ভর্তি থাকবে। ফল ও বাদামের ওটস — জল খাবারের জন্য বেছে নিতে পারেন ফল ও বাদামের ওটস। বাদাম ও উপকারী ফল দিয়ে তৈরি করুন এই ওটস। আবার এই সকল উপকরণ দিয়ে

ওটসের স্মুদিও বানাতে পারেন। এতে দিতে পারেন টক দই। কিংবা দই ও ওটস দিয়ে স্মুদি তৈরি করে নিন। ওপর থেকে ফল ছড়িয়ে খেতে পারেন। এতে গরমে উপকারও পাবেন এবং শরীর ঠান্ডাও থাকবে।

আনারসের স্মুদি- গরমে জল খাবারে অনেকেই স্মুদি খেতে পছন্দ করেন। তারা খেতে পারেন আম ও আনারসের স্মুদি। এটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী।

দই ও পোহা- পোহা অনেকেরই পছন্দের খাবার। এই সময় দই দিয়ে পোহা খান। এতে পেটও ভর্তি থাকবে সঙ্গে শরীরও ঠান্ডা থাকবে। জলখাবারে ১ বাটি দই দিয়ে পোহা

এই গরমে শরীরকে সুস্থ রাখতে মেনে চলুন এই সকল বিশেষ টিপস। শরীর সুস্থ থাকবে, এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভর্তিও থাকবে।

গরমে মূলা খেলে কি কি উপকার পাওয়া যায়

মূলা হল একটি মূলের সবজি যাতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। গরমের দিনে এটি একটি দারুণ সবজি। এটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। শুধু শীতকালেই নয় গরমেও মূলা খেতে পারেন। এর উপকারিতা জানলে দৈনন্দিন জীবনের খাদ্যতালিকায় মূলাকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না।

মূলা খেলে হজমশক্তি বাড়ে। এটি অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা নিরাময়ে সহায়ক। এটিকে আপনার খাদ্যতালিকায় সালাদ আকারে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। মূলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

মূলা খেলে রক্তের লোহিত কণিকা বৃদ্ধি পায়। ক্ষতিগ্রস্থ কোষগুলি মেরামত করা হয় এবং রক্তে অক্সিজেনের সরবরাহও করে। মূলায় অ্যান্থোসায়ানিন নামক ফ্ল্যাভোনয়েড পাওয়া যায় যা হৃদরোগের জন্য খুবই উপকারী। এটি হার্টের রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও খুব কার্যকরী। মূলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূলার পাতা মাঝে মাঝে রেসিপিতে ব্যবহার করা হয়। পটেটো সুপ অথবা সাউটেড সাইড ডিশ এ ব্যবহারের জন্য। কিছু কিছু রেসিপিতে মূলাকে রস করে ফলের জুস বানানো হয়।

সবচেয়ে বেশি যে অংশ খাওয়া হয় তা হল মূলা গাছের শেকড় বা মাটির ভিতরের মূলাটুকু। একই পদ্ধতিতে বীজ মুগডাল এর মত খাওয়া যায়। ১০০ গ্রাম কাঁচা মূলাতে ১৬ ক্যালরি শক্তি রয়েছে এবং মাঝারী পরিমান ভিটামিন সি রয়েছে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টিও রয়েছে।

মূলা শুধুমাত্র হাইড্রেটিংই নয়, এতে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এটি কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করে। মূলায় উচ্চ পটাশিয়াম রয়েছে। এটি উচ্চ রক্তচাপের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

সর্দি, কাশি মানসিক চাপ কমাতে তুলসী উপকারী

সর্দি, কাশি, ফ্লু, হার্টের রোগ, মানসিক চাপ কমাতে তুলসীর জুড়ি মেলা ভার। তবে শুধু পাতাই নয়, তুলসীর বীজও কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। তুলসী পাতার মতোই এর বীজও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দারুণ কার্যকর। তুলসীর বীজ খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি এবং পেটে গ্যাসের মতো সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাহলে জেনে নেওয়া যাক, তুলসীর বীজ আমাদের স্বাস্থ্যের কী কী উপকার করে।

তুলসী বীজ সর্দি-কাশি নিরাময় করতে দারুন সহায়ক। সাধারণ সর্দি, কাশি এবং ফ্লু জাতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে তুলসী বীজের জুড়ি মেলা ভার। এই বীজে থাকা ভিসেনিন, ওরিয়েন্টিন এবং বিটা ক্যারোটিনের মতো ফ্ল্যাভোনয়েড শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে তোলে।

তুলসীর বীজে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। এ ছাড়াও এই বীজ ফাইবার থাকে, যা খিদে কমাতে সাহায্য করে। মেটাবলিজমকে উন্নত করে। এই বীজ আপনার ওজন কমাতেও দারুণ কার্যকরী। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তুলসী বীজ খুব উপকারি। তুলসীর বীজে উপস্থিত ডায়েটরি ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এই বীজ কার্বোহাইড্রেটকে গ্লুকোজে রূপান্তর হওয়ার প্রক্রিয়া ধীর করে দেয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা সমাধানে তুলসীর বীজ দারুণ উপকারী। তুলসী বীজ মলত্যাগ সহজ করে তোলে। এতে ভলেটাইল তেল রয়েছে, যা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এই বীজে মূত্রবর্ধক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়। ফলে গ্যাস ও অ্যাসিডিটির সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এই বীজ গরম জল বা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে গ্যাসের ব্যথায় আরাম মেলে। তুলসীর বীজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট এবং ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে, যা ত্বকের জন্য খুব উপকারী। একজিমা এবং সোরিয়াসিসের মতো ত্বকের রোগ থেকেও মুক্তি দেয় এই বীজ। এ ছাড়া, চুলের বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে তুলসী বীজ।

স্বাস্থ্যের জন্য ডার্ক চকোলেটের গুনাগুন

একাধিক স্টাডি বলছে, ডার্ক চকোলেটে আছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য উপকারি উপাদান, যা খেলে টক্সিন বেরিয়ে যায়। এতে ক্যান্সারের কোষ তৈরিরআশঙ্কা একেবারেই কমে যায়। কোকো থেকে তৈরি সুস্বাদু চকোলেট নিয়মিত খেলে আরও কী কী উপকার পাওয়া যায়?

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: ডার্ক চকোলেটে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই তো নিয়মিত এই বিশেষ ধরনের চকোলেটটি খাওয়া শুরু করলে ছোট-বড় কোনও রোগই ধারে কাছে ঘেঁষারসুযোগ পায় না।

মগজাস্ত্রের ধার বাড়ায়: ব্যোমকেশ বক্সী বা ফেলু মিত্তিরের মতো ধারালো মগজাস্ত্র কে নাচান? তাহলে অল্প করে ডার্ক চকোলেট খেতেই হবে। কারণ, এর মধ্যে উপস্থিত ফ্লেভনয়েড ব্রেন ফাংশনের এতটাই উন্নতি ঘটায় যে একদিকে যেমন বুদ্ধির ধার বাড়তে শুরু করে,তেমনি অন্যদিকে স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগেরও বিকাশ ঘটে। দূষণ দূরে যাক: একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত ডার্ক চকোলেট খাওয়া শুরু করে শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা এতটা বৃদ্ধি পায় যে ক্ষতিকর টক্সিক উপাদান হ্রাস পায় দ্রুত। স্বাভাবিকভাবেই, ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যেমন কমে, তেমনি অন্যান্য জটিল রোগও ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। প্রসঙ্গত, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতেওবিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ডার্ক চকোলেটে দু'ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। একটা ফ্লেভনয়েড এবং দ্বিতীয়টি পলিফেনলসঊ যা নানাভাবে শরীরের গঠনে সাহায্য করে থাকে।

হার্টের উন্নতি ঘটায়: আমাদের শরীরের ইঞ্জিন হার্ট। তাই সভ্বার আগে হার্ট ভালো রাখা অতি প্রয়োজনঊ এখন প্রশ্ন, হার্ট চাঙা রাখবেন কী করে? উত্তর, প্রতিদিন ডার্ক চকোলেট খাওয়া শুরু করুন। ডার্ক চকোলেটে উপস্থিত ফ্লেভনয়েড এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শক্তিশালী এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টটি হার্টে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে। ফ্লেভনয়েড রক্ত সঞ্চালনের মাত্রা এতটাইবাড়িয়ে দেয় যে ব্লাড ক্লট হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়। ফলে হার্ট অ্যাটাক বাস্ট্রোকের সম্ভাবনা কমে।

খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়: ডার্ক চকোলেটে উপস্থিত পলিফেনলস রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে উপকারী কোলেস্টেরল বা এইচডিএল-এর মাত্রা বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। আরউপকারী কোলেস্টেরলের মাত্রা যত বাড়ে, ততই হার্ট ভালো থাকেঊ এই কারণেই অনেক সময় হার্টের রোগীদের নিয়মিতডার্ক চকোলেট খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা।

রক্তচাপ এবং ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে আসে: একাধিক স্টাডিতে প্রমাণিত, টানা ৮ সপ্তাহ নিয়মিত ডার্ক টকোলেট রক্তে সুগারের মাত্রা কমতে শুরু করে। রক্তচাপও স্বাভাবিক হয়ে যায়।

চুল কম পড়ে: অতিরিক্ত চুল ঝরছে বলে মনখারাপ? তাহলে নিয়মিত ডার্ক চকোলেট খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন উপকার মিলবে। আসলে চকোলেটটি খাওয়া মাত্র শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যে তার প্রভাবে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনা বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে চুলের গোড়াও পুষ্ট হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চুল পড়ার হার কমতে শুরু করে। অতি বেগুলি রশ্মি থেকে বাঁচায়: ডার্ক চকোলেটকে গলিয়ে যদি নিয়মিত ত্বকে লাগানো যায়, তাহলে ত্বকে 'শিল্ড' বা বাড়তি পরত তৈরি হয়ে যায়। এতে সূর্য্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকের কোনও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়। সেই সঙ্গে সান বার্ন এবং স্কিন ক্যান্সারের মতো রোগও দূরে থাকে।

ওজন কমাতে নিয়মিত পান করুন বার্লি ভেজানো জল

বার্লি খুবই উপকারী একটি শস্য। আপনি চাইলে এটিকে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। বার্লিতে ভিটামিন বি- কমপ্লেক্স, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, কপার, প্রোটিন রয়েছে। এর পাশাপাশি অ্যামিনো অ্যাসিড, ডায়েটারি ফাইবার এবং অনেক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টও বার্লিতে পাওয়া যায়। এটা একটি ওষুধ হিসেবেও খুবই কার্যকরী। এবং হজমে সহায়ক। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে বার্লি ভেজানো জল। পুষ্টিবিদদের মতে, বার্লিতে ফাইবারের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। তাই এই পানি খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে- বার্লিতে রয়েছে 'বিটা গ্লুকান' নামক সহজপাচ্য একটি ফাইবার। যা রক্তে উপস্থিত অতিরিক্ত শর্করা শোষণে বাধা দেয়। হঠাৎ মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা কমিয়ে দিতে পারে এই বার্লি ভেজানো জল।

ওজন কমায়- ওজন কমাতে যতই কসরতই করুন না কেন, কোনও কাজই হবে না যদি বিপাকহার ঠিক না থাকে। তাই নিয়মিত বার্লি ভেজানো জল ওজন কমাতে সহায়ক।

শরীর ঠান্ডা রাখে- দেহের অভ্যন্তরীণ উত্তাপ বেড়ে গেলে শরীরে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। গরমে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা যায়। ফলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সময়ে বার্লির ভেজানো জল খেলে উপকার পাবেন।

কিডনি ভাল রাখে- মূত্রনালিতে সংক্রমণ এবং কিডনি স্টোনের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ভরসা রাখতে পারেন বার্লি ভেজানো জল। শরীরে জলের চাহিদা পূরণ করে এবং দূষিত পদার্থ দূর করে।

কুমড়ার বীজ খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে

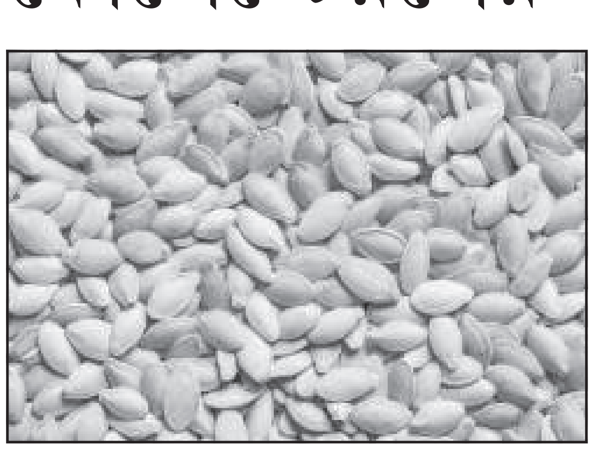

অনেকেই রান্নার সময় কুমড়ার বীজ ফেলে দেন। কিন্তু জানেন কি এই ফেলে দেওয়া কুমড়োর বীজে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি গুণ রয়েছে। এতে প্রোটিণ, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি ও বিটা ক্যারোটিন থাকে। নিয়মিত যদি এই বীজ খাওয়া যায় তাহলে শরীরের নানা সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ম্যাগনেশিয়াম , জিঙ্ক এবং ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে -যা হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত কুমড়ার বীজ খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে এবং উচ্চ রক্তচাপ কমাতেও কার্যকরী। যাদের শরীরে ম্যাগনেশিয়াম কম থাকে তাদের ডায়াবেটিস দেখা দেয়। দিনের চাহিদা প্রায় ৩৭ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায় ৩০ গ্রাম পরিমাণ কুমড়ার বীজে।এ কারণে নিয়মিত এটি খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজের সেরা উৎস হচ্ছে কুমড়ার বীজ। এ কারণে এটি খেলে হজম ভালো হয়। কুমড়ার বীজ ওজন কমাতেও দারুন কার্যকরী।

কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকায় এটি শরীরের ইলেক্টোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

ভালো ঘুমে সহায়তা করে কুমড়ার বীজ। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ঘুমের সমস্যা হয় তবে ঘুমানোর আগে কুমড়োর বীজ খাওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এটা ট্রিপটোফ্যানের একটি প্রাকৃতিক উৎস, যা মূলত একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। ফলে ঘুম ভালো হয়। ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখা কুমড়ার বীজ ত্বকের পাশাপাশি চুলের জন্যও খুব উপকারী। এতে কিউকারবিটাসিন নামক একটি যৌগ রয়েছে, যা চুলের বৃদ্ধিকারক এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড। এছাড়াও এতে রয়েছে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান যা চুলকে শক্তিশালী ও চকচকে রাখতে সাহায্য করে। কুমড়োর বীজ ভিটামিন ই এবং ক্যারোটিনয়েডের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, যা ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। যদিও কুমড়োর বীজে ক্যালোরি বেশি। তবে সেগুলো প্রোটিন সমৃদ্ধ। তাই পরিমিত পরিমাণে কুমড়ার বীজ খাওয়া উপকারী।

নিয়মিত কাঁচা হলুদ খাওয়ার গুনাগুন

রান্নাঘরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী হল হলুদ। এটি শুধু খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, পাশাপাশি এর অনেক গুণও আছে। শরীরকে সুস্থ রাখতে কাঁচা হলুদের কোনও বিকল্প হয় না। নিয়মিত সকালে খালি পেটে খেলে রক্ত পরিষ্কার থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। হলুদের মধ্যে যে কারকিউমিন থাকে তা শরীরকে রোগ মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক খালি পেটে হলুদ কতটা কার্যকরী।

ত্বকের বয়স কমায়- ত্বকের ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করতে ও ত্বকের বয়স কমাতে দারুণ কাজ করে কাঁচা হলুদ। হলুদে থাকা কারকিউমিনের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট গুণ ত্বককে বয়সের ছাপ থেকে রক্ষা করে। ত্বকের বিভিন্ন দাগ, বলিরেখা ও ট্যান থেকে ত্বককে রক্ষা করার জন্য কাঁচা হলুদের পেস্ট মুখে লাগাতে পারে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়- কাঁচা হলুদ মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত কাঁচা হলুদ খেলে অ্যালঝাইমার্স, ডিমেনশিয়া-সহ মস্তিষ্কের বেশ কিছু সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কে যে সমস্যাগুলি দেখা দেয়, তা দূরে সরিয়ে রেখে ব্রেনকে আরও সজাগ করে তোলে কাঁচা হলুদ।

ক্যান্সার দূর করতে- কাঁচা হলুদে থাকা কারকিউমিন ক্যান্সার দূর করতে সহায়তা করে। কারকিউমিন ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি বন্ধ করে। ফলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমে যায়। ক্যানসারের নিরোধক হিসেবে কাজ করে কাঁচা হলুদ। রোজ সকালে তাই খালি পেটে এক টুকরো কাঁচা হলুদ খেলে ক্যানসারের মতো রোগের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়। ওজন কমাতে সাহায্য করে- নিয়ম করে কাঁচা হলুদ খেলে তা শরীরে মেদ জমতে বাঁধা দেয় ও মেটাবলিজমের হার বাড়ায়। তাই যারা ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য যারা চিন্তা করছেন, তারা নিয়মিত কাঁচা হলুদ খেতে পারেন। সর্দি-কাশিতে থেকে রক্ষা করে- কাঁচা হলুদ আমাদের শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে সহায়তা করে। হলুদে থাকা কারকিউমিন ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি -কাশি কমাতে সাহায্য করে।

ডায়াবেটিসের জন্য ভালো- হলুদে থাকা কারকিউমিন অ্যান্টি-ডায়াবেটিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ও রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এতে মজুত ইনসুলিন হরমোনের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে ও অগ্ন্যাশয়কে সুস্থ রাখে। হাঁপানিতে কমাতে উপকারী- যাদের হাঁপানি আছে, তারা নিয়ম করে কাঁচা হলুদ খেলে সহজে উপকার পাবেন। হলুদে থাকা কারকিউমিন শ্বাসনালীর পথে থাকা বাধাকে দূর করে ও শ্বাস নেবার ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

মঙ্গলবার উন্নয়ন সংঘের তরফ থেকে রক্তদান শিবিরে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

ঢাকায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ৬

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর: কার্য্যক্রমে নিষিদ্ধ থাকা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে হঠাৎ ককটেল বিস্ফোরণে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল ঢাকার শ্যামলীতে। মঙ্গলবার সকাল আটটার দিকে শিশুমেলা থেকে আগারগাঁও চক্ষু হাসপাতালের সামনে প্রায় ৭০—৮০ জন কর্মী মিছিল বের করলে ঘটনাটি ঘটে।

শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের আধিকারিক ইমাউল হক বলেন, "পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই মিছিলকারীরা ককটেল ফাটায়। ধাওয়া দিয়ে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ বিস্ফোরণে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। কয়েকজন মোটরসাইকেলে পালিয়ে যেতে গিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি, নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ গোপনে রাজধানীতে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। পুলিশের মতে, এই বিস্ফোরণ তারই অংশ। তবে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে নিষিদ্ধ হওয়ার পরও ঢাকায় এই ধরনের মিছিল কীভাবে সম্ভব হচ্ছে?

ভারতে লাগাতার বৃষ্টিপাতে ধস ও জলাবদ্ধতা, স্থবির জনজীবন বহু রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অব্যাহত মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে জনজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর সহ বহু রাজ্যে বৃষ্টির তাণ্ডব দেখা দিয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে ধস, সমতল অঞ্চলে জলাবদ্ধতা, সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, নদীর পানি বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাওয়া ও মৃত্যুর ঘটনায় দেশজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। দিল্লি ও গুরগাঁওয়ে সম্প্রতি ভারী বৃষ্টিতে নিম্নাঞ্চলগুলো কোমরসমান জলে ডুবে গেছে, যার ফলে যান চলাচল সম্পূর্ণ থমকে যায়। যমুনা নদী একাধিকবার বিপদসীমা অতিক্রম করেছে, যার ফলে পুরো দিল্লি শহরজুড়ে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনকি লাল কেল্লা সংলগ্ন এলাকাও জলের নিচে চলে যায়। মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বৃষ্টির কারণে একাধিক সাবওয়ে, প্রধান সড়ক ও মনোরেল লাইন জলমগ্ন হয়ে পড়ে, ফলে পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। হায়দরাবাদেও একই চিত্র দেখা গেছেভারী বৃষ্টিতে রাস্তা প্লাবিত, মানুষ আটকে পড়েছে এবং দুই ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন। পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে ধস ও বন্যার প্রকোপ চরমে উঠেছে। মান্ডি, শিমলা, কুল্লু সহ একাধিক জেলায় প্রবল বৃষ্টিতে ধস নেমেছে। মান্ডিতে সৌলি খাড় নদী প্লাবিত হয়ে ধৌরমপুর বাস ডিপো সম্পূর্ণ জলের নিচে চলে যায় এবং বাস, গাড়ি ও বাইক জলের তোড়ে ভেসে যায়। শিমলার হিমল্যান্ড এলাকায় ধসের ফলে বহু গাড়ি চাপা পড়ে ও রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। কুল্লু জেলায় সব ধরনের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, যেমন রাফটিং ও প্যারাগ্লাইডিং, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মান্ডির নিহরি এলাকায় পাহাড় ধসে একটি বাড়ির ওপর পড়ে, যেখানে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুই জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনো চলছে। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, ২০ জুন থেকে শুরু হওয়া বর্ষা মৌসুমে এখন পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশে মোট ৪০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ১৮০ জন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ৪১ জন নিখোঁজ রয়েছেন এবং রাজ্যে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫০৪ কোটি টাকা।

উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন, মুসৌরি ও সাহাস্ত্রধারায় প্রবল রাতভর বৃষ্টির ফলে ধস, ক্লাউডব্রাস্ট এবং সেতু ধসের ঘটনা ঘটেছে। সাহাস্ত্রধারায় ক্লাউডব্রাস্টে বহু দোকান ভেসে যায়, একটি সেতু ধসে পড়ে এবং দুই থেকে তিন জন নিখোঁজ রয়েছেন। মুসৌরিতে একজনের মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত হয়েছে। দেরাদুনে টনস নদীর প্রবল স্রোতে এক যুবক বিদ্যুতের খুঁটি আঁকড়ে ধরে নিজের প্রাণ বাঁচায়, পরে বহু ঘণ্টার চেষ্টায় এনডিআরএফ ও পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় প্রায় ১০০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সব স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুশর সিং ধামি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ওপর নজর রাখছেন এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন বলে জানিয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতেও সোমবার রাতে প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাপক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। কান্তা টোলি উড়ালপুলের নিচে দীর্ঘ সময় ধরে জল জমে থাকায় রাস্তার একটি অংশ বসে যায় এবং একটি এসইউভি গাড়ি চলার সময় তার প্রায় ৩০ শতাংশ মাটি ভেঙে পড়ে গাড়ির সঙ্গে গিলে ফেলে। স্থানীয় বাসিন্দারা চালককে উদ্ধার করেন, তবে কেউ আহত হননি। ঘটনা স্থলের পরিস্থিতি দেখে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র জুড়ে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায়, ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর রাজ্যের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে যে আগামী ২৪ ঘন্টায় বিচ্ছিন্ন স্থানে বজ্রপাত এবং বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় নতুন নির্মিত কোটরাঙ্কা-খাওয়াস সড়ক ভারী বৃষ্টিতে ধসে পড়ায় বিগত ১৫ দিন ধরে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই সড়কটি ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে নির্মিত হয়েছিল এবং এটি কোটরাঙ্কা সাবডিভিশন ও খাওয়াস তহসিলকে সংযুক্ত করে। রাস্তা বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ, অসুস্থ মানুষদের হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একই সময়ে, এক বাড়ি ৫০ মিটার দূরে সরে যায় ভূমিধসের ফলে, যা দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুঞ্চ জেলার মেন্ধর এলাকার কালাবান গ্রামে লাগাতার বৃষ্টির কারণে প্রায় ৪০০ জনকে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ বহু বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতেও বৃষ্টির প্রকোপ তীব্র। মণিপুরে টানা বৃষ্টিতে ইম্ফল উপত্যকার প্রধান নদীগুলি বিপদসীমার ওপরে বইছে। ইরিল নদীর বাঁধ ভেঙে ইম্ফল ইস্ট জেলার বহু গ্রাম ও ধানক্ষেত প্লাবিত হয়েছে। থৌবাল ও বিষ্ণুপুর জেলাতেও একই অবস্থা। ইথাই ব্যারাজের জলস্তর বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে এবং আশেপাশের গ্রামবাসীদের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাছ চাষের পুকুর ও কৃষিজমি সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। রাজ্যের সব স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ উত্তর-পূর্ব ভারত, বিহার, ঝাড়খণ্ড, কনকণ, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, মারাঠওয়াড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর কর্নাটক, রায়লসীমা, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, তেলেঙ্গানা, উত্তরাখণ্ড ও বিদর্ভে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট, বালতিস্তান, মুজাফফরাবাদ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় হতে পারে।

প্রশাসন সর্বত্র উদ্ধার ও ত্রাণকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পিডব্লিউডি এবং স্থানীয় প্রশাসন মিলিতভাবে উদ্ধার কাজ করছে। বহু অঞ্চলে স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে, রেল ও সড়ক যোগাযোগ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। সাধারণ মানুষকে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং আবহাওয়া বিভাগ থেকে নিয়মিত সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। এই মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কতটা গভীর তা সময়ই বলবে, তবে দেশের বড় অংশ ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত।

কেরালায় মরণঘাতী 'ব্রেইন-ইটিং' অ্যামিবার দাপট: এক মাসে ১৮ মৃত্যু, ৬৭ জন সংক্রমিত

তিরুবনন্তপুরম, সেপ্টেম্বর ১৬ : কেরালায় জনস্বাস্থ্যের এক নতুন সংকট তৈরি হয়েছে, যেখানে 'ব্রেইন-ইটিং অ্যামিবা' নামে পরিচিত নাগলেরিয়া ফাওলেরি নামক প্রাণঘাতী অ্যামিবার সংক্রমণে এক মাসের মধ্যেই ১৮ জনের মৃত্যু এবং ৬৭ জনের সংক্রমণের খবর মিলেছে। এই বিরল, দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ও প্রায়-অপরিবর্তনীয় রোগটি প্রাথমিক অ্যামিবিক মেনিনগোয়েনসেফালাইটিস নামে পরিচিত। সাধারণত এই অ্যামিবা বাস করে উষ্ণ, স্থির, অপরিচ্ছন্ন জলাশয়েযেমন পুকুর, হ্রদ, কুয়ো এবং অপরিষ্কৃত সুইমিং পুলে। এটি শরীরে প্রবেশ করে নাকের মাধ্যমে, এবং সোজা পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে, যেখানে এটি কয়েক দিনের মধ্যেই রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। পিএএম রোগ এতটাই দ্রুত গতিতে ছড়ায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। কেরালার বিভিন্ন জেলায়বিশেষ করে তিরুবনন্তপুরম, কোঝিকোড় ও মলপ্পুরমএই সংক্রমণ ব্যাপক হারে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি তিরুবনন্তপুরম জেলার আক্কুলাম ট্যুরিস্ট ভিলেজে একটি সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার পর ১৭ বছরের এক কিশোরের এই সংক্রমণ ধরা পড়ে। প্রশাসন তৎক্ষণাৎ ওই পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ করে দেয় এবং শুরু হয় ব্যাপক স্যানিটাইজেশন ও তদন্ত কার্য্যক্রম। এই পরিস্থিতিতে কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ জনগণের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবার্তা জারি করে বলেন, "সাধারণ মানুষ যেন কোনওভাবেই অপরিষ্কৃত, ক্লোরিনবিহীন জলাশয়ে স্নান বা সাঁতার না করেন, এবং জল ব্যবহারে যেন নাকে জল না যায়, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন।" পিএএম-এর কোনও নির্দিষ্ট বা প্রমাণিত চিকিৎসা নেই বলেই, এই রোগ প্রতিরোধে একমাত্র উপায় হল সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। এই সংক্রমণ বৃদ্ধির পটভূমিতে রাজ্য সরকার চালু করেছে একটি বিশেষ রাজ্যব্যাপী অভিযান'জলই জীবন' ক্যাম্পেইনযার নেতৃত্বে রয়েছে হরিথা কেরালাম মিশন। এই কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের প্রতিটি জেলায় কুয়োতে ক্লোরিনেশন, পাবলিক জলাধার পরিষ্কার, এবং বিদ্যালয় স্তরে জল পরীক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। আগস্টের ৩০ ও ৩১ তারিখে একযোগে কুয়োগুলি ক্লোরিন দিয়ে পরিশোধনের কাজ হয়, এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত জল বিশুদ্ধকরণ কর্মসূচি চলবে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় স্ব-শাসন সংস্থা, স্বাস্থ্যকর্মী, স্কুল ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ জনগণকে যুক্ত করা হয়েছে।

তবে সমস্যার গভীরতা এখানেই। বেশ কিছু সংক্রমিত ব্যক্তি এমন স্থান থেকেও সংক্রমিত হয়েছেন, যেখানে জলাশয়ে প্রত্যক্ষ নামার কোনও প্রমাণ নেই। অর্থাৎ শুধুমাত্র সাঁতার নয়, অন্যভাবে কোনওভাবে জল নাক দিয়ে ঢুকে গেলেও সংক্রমণ ঘটতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পিএএম প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন জরুরি। যদিও কেরালায় পিএএম সংক্রমণে মৃত্যুহার কমিয়ে ২৪ শতাংশে আনা গেছেযা বিশ্বব্যাপী গড় ৯৭ শতাংশ মৃত্যুর হার থেকে অনেকটাই কমতবুও চিকিৎসাবিদরা বলছেন, সংক্রমণের গতির জন্য রোগ চিহ্নিত করা এবং চিকিৎসা শুরু করাই মূল চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে কেরালায় জল জীবন মিশন এবং অমৃত প্রকল্পের আওতায় পরিশোধিত জল সরবরাহ বাড়লেও, জল মান নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে না পারলে এই ধরনের সংক্রমণ রোখা কঠিন হবে।

দ্য লজিক্যাল ইন্ডিয়ান তাদের বিশ্লেষণে জানিয়েছে, পিএএম সংক্রমণ কেবল একটি স্বাস্থ্য সংকট নয়, এটি কেরালার জল নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দুর্বলতার স্পষ্ট প্রতিফলন। সরকারের সচেতনতা অভিযান ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সঠিক পথে থাকলেও, তা যদি দীর্ঘমেয়াদী নজরদারি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সচেতনতা ছাড়া পরিচালিত হয়, তাহলে এই ধরনের সংক্রমণ বারবার ফিরে আসবে। জনসাধারণের দায়িত্ব শুধু সরকারি নির্দেশ পালন করাই নয়, বরং জল ব্যবহারে সচেতন থাকা, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা, এবং যেকোনও উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করা। অবশেষে বলা যায়, এই প্রাণঘাতী অ্যামিবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জেতার একমাত্র উপায়সচেতনতা, প্রতিরোধ, ও স্বাস্থ্যশিক্ষা। পিএএম-এর মতো রোগগুলিকে ঠেকাতে হলে এখনই উদ্যোগী হতে হবেসরকারকে, সমাজকে এবং প্রত্যেক নাগরিককে।

সিওয়ানে উল্টে পড়া স্কর্পিও গাড়ি থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে লুট মদের বোতল, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

সিওয়ান, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিহারে সরকার যেখানে রাজ্যজুড়ে কঠোরভাবে পূর্ণ মদবন্দি (শরাববন্দি) কার্যকর করার দাবি করে চলেছে, সেখানে সোমবার সন্ধ্যায় সিওয়ান জেলার এক ঘটনায় সেই দাবি একপ্রকার ধুলিসাৎ হয়ে যায়। সিওয়ান-মাইরোয়া প্রধান সড়কের পাশের জামসিকরি গ্রামের কাছে মদ বোঝাই একটি স্কর্পিও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গর্তে পড়ে যায়। এরপর যা ঘটল, তা শুধু মদবন্দি আইন নয়, গোটা পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাড়ি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আশপাশের গ্রামবাসী ও পথচারীরা সেখানে জড়ো হয়ে যান। যখন জানা যায় যে গাড়িটির ভিতরে বিপুল পরিমাণ মদ রয়েছে, তখন মুহূর্তের মধ্যেই গোটা এলাকা মদের লুটের উৎসবে পরিণত হয়। লোকজন গাড়ির কাঁচ ভেঙে গর্তে নেমে বোতল বোতল মদ বের করতে শুরু করে। কেউ ব্যাগে ভরে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ আবার সরাসরি সঙ্গীদের হাতে মদের বোতল তুলে দিচ্ছে। এমনকি, কেউ টোকরি ও বস্তা নিয়ে এসে সেগুলোতে বোতল বোতল মদ ভরছে।

সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃশ্য ছিল পাশের একটি বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো অসংখ্য মহিলার, যারা গোটা দৃশ্য উপভোগ করছিলেন নির্ভারভাবে। রাস্তার ধারে এতটাই ভিড় জমে যায় যে এলাকার পরিবেশ একপ্রকার মেলার রূপ নেয়। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে চলা এই বেপরোয়া লুটপাটের সময় পুলিশ প্রশাসনের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এই সুযোগে স্কর্পিওর চালকও ভিড়ের ফাঁদ গলে পালিয়ে যায়। পুলিশের পৌঁছানোর আগেই গাড়িটি পুরোপুরি খালি হয়ে যায়। একটিও মদের বোতল বাকি থাকেনি।

মুফাসসিল থানার ওসি অশোক কুমার দাস ঘটনার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে দেরিতে পৌঁছায় কারণ খবর দেরিতে পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সময় গাড়িটি খালি ছিল। পরে গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিহারে ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে পূর্ণ মদবন্দি আইন কার্য্যকর হয়েছে এবং সরকার বারবার দাবি করে এসেছে যে এই আইন কঠোরভাবে বলবৎ রয়েছে। কিন্তু সিওয়ানের এই ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে এখনও রাজ্যে মদের পাচার ও সরবরাহ চালু রয়েছে এবং প্রশাসনের নজরদারি তাতে প্রায় নেই বললেই চলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করছেন, পুলিশের সহযোগিতা ছাড়া এত বড় মদের চালান জেলায় প্রবেশ করা সম্ভব নয়। প্রায় প্রতিদিনই সিওয়ান ও তার আশেপাশের এলাকায় মদ উদ্ধার ও গ্রেপ্তারির ঘটনা সামনে আসে, কিন্তু প্রকাশ্যে এমন লুটপাট প্রথমবার ঘটল, যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে আঙুল তুলছে। ঘটনার যে দিকটি সবচেয়ে উদ্বেগজনক তা হলো, মদবন্দি আইনের কার্য্যকারিতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে মদ লুট করলো, তাও বিন্দুমাত্র ভয় বা আইন ভঙ্গের আশঙ্কা ছাড়াই। এই চিত্র প্রমাণ করে দিচ্ছে যে রাজ্যের মদবন্দি আইন এখন সাধারণের চোখে একপ্রকার মজার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশের দেরিতে উপস্থিতির কারণে স্থানীয়দের অভিযোগ, আইন প্রয়োগে প্রশাসনের আগ্রহ নেই। শুধুমাত্র কাগজে-কলমে মদবন্দি চালু আছে, বাস্তবে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সরকার যেখানে মদবন্দিকে নিজেদের অন্যতম সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে, বাস্তব পরিস্থিতি তার ঠিক বিপরীত। প্রশ্ন উঠছে, যখন এত সংখ্যক মানুষ প্রকাশ্যে মদ লুট করছিল, তখন পুলিশ কোথায় ছিল? প্রশাসনের কি কোনও গোয়েন্দা তথ্য ছিল না? আবার প্রশ্ন উঠছে, এই মদবন্দি আইনের আসল সুবিধা পাচ্ছে কারা? অবৈধ পাচারকারীরা, না স্থানীয় প্রশাসনের কিছু অংশ?

সিওয়ানের জামসিকরি গ্রামে ঘটনার পর থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আলোচনার ঝড় উঠেছে। প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও কার্য্যকারিতা নিয়ে উঠেছে বড় প্রশ্ন। সরকার যেখানে মদবন্দিকে বিহারের উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চায়, সেখানে এমন ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে, রাজ্যের গভীরে প্রশাসনিক শৈথিল্য কতটা প্রকট।

জলবায়ু নেতৃত্বে ভারতের উত্থান: পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে মোদী সরকারের জোরালো পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: সেবা এবং সুশাসনের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার গত এক দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের রূপান্তর ও টেকসই উন্নয়নের পথে কাজ করে চলেছে। একসময় যে ভারতকে শুধুমাত্র একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দেখা হতো, সেই ভারত আজ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু ন্যায়বিচারের অগ্রদূত হিসেবে বিশ্বমঞ্চে নিজের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে। বন সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সৌর ছাদ প্রকল্প, সবুজ পরিবহন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং নারী নেতৃত্বাধীন পরিবেশ কর্মসূচিএই সমস্ত উদ্যোগই প্রমাণ করে যে উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা একসাথে চলা সম্ভব।

২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলন-এ ভারত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ হবে পরিচ্ছন্ন শক্তি থেকে। সেই লক্ষ্যমাত্রা ভারত ২০২১ সালেই অর্জন করে নেয়, যা নির্ধারিত সময়ের ৯ বছর আগেই সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এটি ছিল ভারতের জলবায়ু প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ ভারতে বসবাস করলেও, ভারতের কার্বন নিঃসরণ বিশ্বের মোট নিঃসরণের চার শতাংশেরও কম। এটি ভারতের দায়িত্বশীল এবং সচেতন উন্নয়ন মডেলের প্রতিফলন। এছাড়াও, পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ভারত শুরু করেছে বিশ্বব্যাপী লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট আন্দোলন, যেখানে প্রতিদিনের জীবনে পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত ঋঞ্জঞ্ঝ২৯ জলবায়ু সম্মেলনে ভারত সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন, শিল্প খাতে কার্বন হ্রাস এবং নারী নেতৃত্বাধীন পরিবেশ কর্মসূচিতে যে অগ্রগতি করেছে, তা আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে বৈশ্বিক আলোচনা চলছে, তাতে ভারত এখন কেবল অংশগ্রহণকারী নয়, বরং নেতৃত্বদানকারী দেশ হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষার এই ক্রান্তিকালে, ভারত তার সাহসী প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রমাণ করছে যে টেকসই উন্নয়ন কেবল একটি ধারণা নয়, তা বাস্তবে কার্য্যকর করা সম্ভব।

নবম "স্বচ্ছতা হি সেবা" অভিযান শুরু ১৭ সেপ্টেম্বর ২৫ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে এক ঘণ্টার স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার ঘোষণা করেছে যে নবম "স্বচ্ছতা হি সেবা" অভিযান আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলবে ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পর্যন্ত। এই অভিযান উপলক্ষে ২৫ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে "এক দিন, এক ঘণ্টা, একসাথে" শ্লোগানে নাগরিকদের স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এবারের অভিযানের মূল লক্ষ্য দেশের শহর ও গ্রামীণ এলাকায় অবহেলিত ও নোংরা স্থানগুলিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা।এই অভিযান যৌথভাবে শুরু করেছে গৃহ ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জল শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গৃহ ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল জানান, ২০২৪ সালের মতো এবারও পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ইউনিট রূপান্তর অভিযান কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। গত বছর ৮ লক্ষের বেশি এমন স্থানকে জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। তিনি এদিন দিল্লির ভলসও ডাম্পিং সাইটের রূপান্তরের ঘোষণাও করেন, যার কাজ শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে।জল শক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী সি আর পাতিল এবারের এসএইচএস ২০২৫-কে "স্বচ্ছোৎসব" বলে অভিহিত করেন এবং জানান, এই ক্যাম্পেইনে সিটিইউ রূপান্তর, সাফাইমিত্রদের কল্যাণ, প্লাস্টিক-মুক্ত গ্রাম এবং ওডিএফ প্লাস ঘোষণার ওপর জোর দেওয়া হবে। তিনি জানান, সুরত ও নওসারি জেলার সাফাই কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য ৮—১০ কোটি টাকার 'সাফাইমিত্র সুরক্ষা তহবিল' গঠিত হয়েছে।এসএইচএস ২০২৫ পাঁচটি প্রধান স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবেঅবহেলিত স্থান পরিষ্কারকরণ, সর্বজনীন স্থানের পরিচ্ছন্নতা, সাফাইমিত্র সুরক্ষা শিবির, পরিবেশবান্ধব উৎসব উদযাপন এবং ওডিএফ প্লাস ও "স্বচ্ছ সুজল গ্রাম" প্রচারের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি। অভিযানের আগে কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে একাধিক প্রস্তুতিমূলক বৈঠক ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।প্রসঙ্গত, "স্বচ্ছতা হি সেবা" অভিযান সর্বপ্রথম শুরু হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ২ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত, যার লক্ষ্য ছিল দেশজুড়ে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা আন্দোলনকে এক জনআন্দোলনে পরিণত করা। এবারের অভিযানেও তেমনই বৃহত্তর নাগরিক সম্পৃক্ততার আশা করছে কেন্দ্র।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
TRIPURA UNIVERSITY
(কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় / A Central University), ত্রিপুরা (প.)/ Tripura (W), পিন / PIN - 799022

No. F.TU/REG/Appt.GF/4/2022(Vol V) **WALK-IN-INTERVIEW** Date: 16/09/2025

Walk-in-interview for engagement of Guest Faculty in the Department of Electrical Engineering (1 post) will be held on 22.09.2025 at 15:00 hours in the Administrative Building, Tripura University. Minimum qualification will be as per UGC Regulations, 2018/AICTE.

For details, please visit the University website www.tripurauniv.ac.in.
(NB: Hindi version is available at T.U. website). Sd/-, Registrar

PNIET NO-27/EE/PWD(DWS)/AMB/2025-26

Single bid percentage rate e-tender is invited for 03(three) No. tender viz. Mtc of office building of the Executive Engineer & the Superintending Engineer office, O&M of IRP scheme at District Hospital Kulai and Mtc. of Surface Drainage, boundary wall, wall, Stair cases etc. at SWTP Chawmanu under DWS Division, Ambassa. Last date & time for online Bidding: 20-09-2025 upto 3:00 PM. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. All details can be seen press notice website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact email- dwsdhalaiambassa@gmail.com

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-2322/25

Notice Inviting e-Tender

Superintendent of Fisheries, Mohanpur Sub-Division, West Tripura invites e-tender through e-Procurement Portal for the following work /contract service :

1. Name of work: "Hiring of 1(one) Maruti Wagon-R / Maruti Celerio / Maruti EECO /having Commercial Permit, manufacturing year of 2022 or onwards in fully functional condition with driver, for the O/o Superintendent of Fisheries, Mohanpur Sub-Division".
2. Last Date of submission of the tender is 25.09.2025 at 1500 hours (IST).

Detailed Notice Inviting e-Tender can be obtained from

(D. ROY)
Superintendent of Fisheries
Mohanpur, West Tripura

ICA/C-2330/25

Notice Inviting Quotation"

Sealed Quotations are hereby invited from bona-fide resourceful Co-operative Societies for procurement of "Materials & Equipments" for 21 Nos Anganwadi Cum Creche Centres as per the list shown below under the Scheme namely Mission Shakti (PALNA) under CDPO, Urban ICDS Project, West Tripura. Terms & Conditions along with Format for submission of quotation will be available in the O/O the CDPO, Urban ICDS Project, Badharghat from 11 am to 4 pm on all working days till 20th September 2025.

Sl No.	Name of Item	Specification
1	Foam Mattress	3ft X 6.5 ft (thickness>= 2.5 Inches)
2	Cotton Pillow	(41X61CM)
3	Bedsheet	Cotton (Child Friendly Graphics)
4	Pillow Cover	Cotton (Child Friendly Graphics)
5	Ride on Car (Toy) for children with Backrest/Back-Support	3 + Years
6	Pretend Play Plastic Set (fruits & vegetable Combo)	Child Friendly
7	Toy Rattle	6+ Years
8	Android TV (With Screen Mirroring)	32 Inches
9	Flash Cards Combo (letters/Numbers/Colours/Shapes)	3+ Years
10	Interlocking Play Exercise Mat (Each Tile Size 2x 2 feet (12 MM Thickness)	Birght Colours
11	Aadharshila Book (348 Pages)	Colour Print (<= 90 GSM
12	Navchetana Book (120 Pages	Colour Print (<= 90 GSM
13	Bluetooth Woofer With Microphone	30 Watt

ICA/C-2324/25

(SOUHARDYA CHAKRABORTY)
Child Development Project Officer
Urban ICDS Project

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজের উদ্যোগে, সাব্রুম ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলে আজ বিশ্ব ওজন দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৬ সেপ্টেম্বর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজের উদ্যোগে, সাব্রুম ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলে আজ বিশ্ব ওজন দিবস উদযাপন হয়। পৌরহিত্য করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন এমএমডি কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, অধ্যাপক অরূপ পাটারী, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ছাত্রছাত্রীরা।

ওজন স্তর সংরক্ষণের জন্য বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ গ্রহণ ও সচেতনতার জন্য প্রতি বছর ১৬ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব ওজোন দিবস পালিত হয়। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত, এই দিবসটি মন্ট্রিল প্রোটোকল স্বাক্ষরের স্মরণেও পালিত হয় বলা যায়। ওজোন স্তরের ক্ষয় রোধের লড়াইয়ে বিশ্বব্যাপী দেশগুলিকে একত্রিত করেছিল মন্ট্রিল প্রোটোকল। আনুষ্ঠানে অধ্যাপক পাটারী বলেন বিশ্ব উষ্ণায়নসহ পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্ব ওজোন দিবসটি বর্তমানে চ্যালেঞ্জ। ২০২৫ সালের আনুষ্ঠানিক প্রতিপাদ্য হল 'জীবনের জন্য ওজন '। আমাদের ধরিত্রী মায়ের জন্য ওজোন একটি ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই প্রোটোকলের লক্ষ্য বিভিন্ন যন্ত্র, যেমন: রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনিংয়ে যেন ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের মত ওজোন ক্ষয়কারী পদার্থগুলিকে পর্যায়ক্রমে বাদ দেওয়া হয়। ড. অনুপম গুহ বলেন বর্তমান ডিজিটাল যুগে এত উন্নতি সত্বেও পৃথিবী জীববৈচিত্র্য সঙ্কটের মুখে। পরিবেশগত উষ্ণতার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় সকলকেই উদ্যোগ নিতে হবে। সচেতনতা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

চিকিৎসার জন্য ভারতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধার, আজ মৃতদেহ তুলে দেওয়া হল বিজিবির হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর:বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার সদর থানার বাসিন্দা ৭৩বছরের স্বপ্না শুক্ল বৈদ্য চিকিৎসা করতে ভারতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। দীর্ঘ তিন দিনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার তাঁর মরদেহ কৈলাসহর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হয়ে বাংলাদেশের প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

তবে পরিবার সূত্রে জানা যায়, চেন্নাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে তিনি ধর্মনগরে মেয়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু গত ১২ সেপ্টেম্বর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে মরদেহ বিজিবির হাতে তুলে দেয় আজ। সীমান্তে উপস্থিত আত্মীয়-পরিজনরা চোখের জলে প্রিয়জনকে শেষ বিদায় জানান। স্থানীয়রা জানান, সুস্থ হয়ে দেশে ফেরার আশায় ভারতে আসা স্বপ্না দেবীর মৃত্যু দুই দেশের সীমান্তবাসীর মনে এক বেদনাদায়ক স্মৃতি হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শারদীয়া দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে বিধায়িকার উপস্থিতিতে বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর:য আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়ার নেতাজিনগরস্থিত অশ্বিনী কুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে তেলিয়ামুড়া বিধানসভার বিধায়িকার উপস্থিতিতে বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবকে শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিঘ্নে কাটানোর লক্ষ্যমাত্রা"কে সামনে রেখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের এই সভায় বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রশান কিশান সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই সভায় ২০২৪ সালের শারদীয় দুর্গোৎসব কমিটিকে ভেঙে ২০২৫ সালের তেলিয়ামুড়া শারদীয় দুর্গোৎসব কমিটি নতুন ভাবে গঠন করা হয়। তৎসঙ্গে, তেলিয়ামুড়া মায়ের গমন অনুষ্ঠান উদযাপনকে সুন্দরভাবে নির্বিঘ্নে সাফল্যমণ্ডিত করতে মায়ের গমন অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটিও গঠন করা হয়।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে শুকর পালন সংক্রান্ত বার্ষিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: প্রজ্ঞা ভবনের চার নম্বর হলে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে শুকর পালন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্যরা। শুকর পালন ও উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে শূকরের মাংসের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যোগান নিশ্চিত করতে শূকর পালনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে রাজ্য সরকার।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর এই উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। মঙ্গলবার প্রজ্ঞা ভবনে চার নম্বর হলে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে শুকর পালন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ দপ্তরের আধিকারিকরা।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী জানান উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শূকরের মাংসের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। জোগান নিশ্চিত করতে আমাদের রাজ্যে ব্যাপক সংখ্যায় শুকর পালন করা হয়। এই উদ্যোগকে আরো কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ বছরের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রজ্ঞা ভবনে।

মধুপুর বাজারে কংগ্রেসের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: ভোট চোর..গদ্দি ছোড় কংগ্রেস নেতার রাহুল গান্ধীর এই মূল মন্ত্রকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করে চলেছে। তারই অঙ্গ হিসেবে কমলাসাগর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে মধুপুর বাজারে এক মিছিল ও পথসভা করা হয় মঙ্গলবার বিকেলে।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন কমলাসাগর ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি নান্টু সরকার তাছাড়া এই দিনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা, কার্যকরি কমিটির সভাপতি রাহুল সমাদ্দার, সিপাহীজলার জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা সহ একাধিক কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।ভোট চোর গদ্দি ছোড়ু এই স্লোগানকে সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি,বেকারত্ব বৃদ্ধি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মধুপুর বাজারে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন।

কংগ্রেসের নেতৃত্বেরা মধুপুর বাজারে বিভিন্ন পথ র‍্যালি মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করে সমাপ্তি করেন মধুপুর পূর্ব বাজারে।পরবর্তী সময়ে বাজারে মধ্যে এক পথসভা করা হয়।পথসভায় প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন ভারতবর্ষে বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে ভোট চুরি করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং রাহুল গান্ধী কিভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ব্যাখ্যা করেছেন তা তুলে ধরেন সাধারণ জনগণের কাছে। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কিভাবে নেশা কবলে মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে যুবসমাজ তার বাড়ন্ত হিসেবে বিজেপির কার্যকর্তাকে দায়ী করেন।

ত্রিপুরা অটো শ্রমিক সংঘের রাস্তামাথা শাখার উদ্যোগে দুদিন ব্যাপি স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা অটো শ্রমিক সংঘের রাস্তামাথা শাখার উদ্যোগে দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী স্বচ্ছ ভারত অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা অটো শ্রমিক সংঘের রাস্তা মাথার শাখার উদ্যোগ দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও অন্য ভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই উপলক্ষে রাস্তার মাথা অটো শাখার সেক্রেটারি রতন দাশগুপ্ত আগামীকাল বিশ্বকর্মা পূজা প্রস্তুতি উপলক্ষে সকল শ্রমিক ও পরিবারদের পূজায় আমন্ত্রণ সহ প্রসাদ গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

তাছাড়া পূজা উপলক্ষে যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালানো হয়েছে তা আজ থেকে শুরু করে রাস্তা মাথা অটো শাখার শ্রমিক সহ সকল কার্যকর্তাগণ। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বাজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের নিয়ে স্বচ্ছ ভারতে নিয়োজিত হবেন। তাছাড়া আগামী শুক্রবার রাস্তা মাথা ক্লাব ও বাজার ব্যবসায়ীগণ সহ সকল শ্রমিকদের নিয়ে ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তা মাথা শাখার সেক্রেটারি রতন দাশগুপ্ত বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে রাজ্যবাসীসহ সকল শ্রমিক ও পরিবারদের অভিনন্দন জানিয়েছে।

শহর দক্ষিণাঞ্চের উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: শহর দক্ষিণাঞ্চের উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে আজ ক্লাব প্রাঙ্গনে ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। শহর দক্ষিণাঞ্চলের ক্লাব উন্নয়ন সংঘ ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারা সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়ে থাকে।

মঙ্গলবার উন্নয়ন সংঘের ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ক্লাব প্রাঙ্গণে এক রক্তদান শিবির ও এলাকার প্রবীন নাগরিক সহ এলাকার সাফাই কর্মীদের এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধন প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রতিযোগিতা আগেই সমাপ্ত হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার বিতরণ এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হবে।আজকের এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধক করেন মেয়র দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর অলক রায় সহ অন্যান্যরা।

রেগা শ্রমিকদের বকেয়া নায্য মজুরির দাবিতে ডেপুটেশন সদর জেলা কংগ্রেসের

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর : অবিলম্বে শারদোৎসবের পূর্বেই রেগা শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া ন্যায্য মজুরি প্রদান সহ বিভিন্ন বিষয়ে সদর জেলা কংগ্রেস, কৃষাণ কংগ্রেস, অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে সদর মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, অবিলম্বে শারদোৎসবের পূর্বেই রেগা শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া ন্যায্য মজুরি প্রদান এবং শারদোৎসবের পূর্বেই রেগার কাজ ছাড়াও গ্রামের শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, দুঃস্থ পুরুষ-মহিলাদের ন্যূনতম ১০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করার দাবিতে সদর মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

এদিন তিনি আরও বলেন, গত ৬ সেপ্টেম্বর প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট যে রাজ্যের জনস্বার্থ সম্বলিত অন্য সব দাবির সাথে এই দুটি দাবিও উল্লেখ করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আশ্বস্থ করেছিলেন যে শারদোৎসবের পূর্বেই এই দাবি সম্পর্কে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে। তাই আমরা আশা করব মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে এই ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে বাজারে মূর্তির চাহিদা তুঙ্গে, দাম বেড়েছে আকাশছোঁয়া

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর : আগামীকাল সাড়ম্বরে পালিত হবে বিশ্বকর্মা পুজো। পেশাজীবী থেকে শুরু করে কলকারখানার কর্মী, গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ, অফিস কিংবা দোকানে কর্মরত ব্যক্তিদের কাছে এই পুজো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর আগের দিন থেকেই বাজারে মূর্তি কেনার হিড়িক পড়েছে। ছোট, মাঝারি, বড়সব ধরনের বিশ্বকর্মা মূর্তির পসরা নিয়ে বাজারে বসেছেন মৃৎশিল্পী ও বিক্রেতারা। আকাশছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধির কারণ ব্যবসা মন্দা তাই মূর্তির দামও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ী সহ ক্রেতারা।

তবে এবছর অন্যান্য বছরের তুলনায় মূর্তির দাম অনেকটাই বেশি বলে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা। মধ্যবিত্তের পক্ষে এই মূল্য সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

এদিকে, বিক্রেতাদের মতে, কাঁচামাল, বিশেষ করে মাটি, রং, কাপড়, বাঁশ ও অন্যান্য উপকরণের দাম গত কয়েক মাসে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এছাড়া পরিবহণ খরচ এবং শ্রমিক মজুরিও বেড়ে গেছে। ফলে বাধ্য হয়েই মূর্তির দাম বাড়াতে হয়েছে। বাজারে ক্রেতা সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম দেখা গিয়েছে।

মেঘলিবন বস্তিতে জল ও রাস্তার দাবিতে গ্রামবাসীর রাস্তা অবরোধ

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছে সিমনা বিধানসভার অন্তর্গত মেঘলিবন বস্তির বাসিন্দারা। অবশেষে আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে রাস্তা অবরোধে নামলেন তারা। আগরতলা-সিমনা সড়ক অবরোধ করে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকায় প্রায় ৩০০ পরিবারের বসবাস। গত ৯ দিন ধরে পানীয় জলের সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন তারা। শুধু তাই নয়, এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা কারণে জরুরি অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারছে না। ফলে অসুস্থ রোগীদের নিয়ে পরিবারের সদস্যদের পড়তে হচ্ছে চরম বিপাকে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই আজ তারা রাস্তায় নেমে ক্ষোভ উগরে দেন। অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, দাবিগুলি পূরণ না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

টাকারজলা মণ্ডলের উদ্যোগে বাজারসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: আসন্ন এডিসি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ১২ টাকারজলা মণ্ডলের উদ্যোগে সোমবার জদুনী হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত বাজারসভা জমজমাট হয়ে ওঠে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিজেপি প্রদেশ জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা সহ মণ্ডলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিরোধী দলের দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, "বিগত সরকার জনজাতি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্যত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বসবাসকারী মানুষ শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।"মন্ত্রী আরও দাবি করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নির্ভীক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের আলোকবর্তিকা পৌঁছে দিচ্ছে।

বার হ্যাপিয়েস্ট

● প্রথম পাতার পর

ক্লাব সংস্কৃতির আকার ধারণ করেছিল। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায়ও এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে।এছাড়া লাইসেন্সধারী বারের কর্মরত কর্মীদের তালিকা জমা দেননি, শো-কজ নোটিশেরও উত্তর দেননি। ফলে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করেছেন। তাই "ত্রিপুরা আবগারি আইন, ১৯৮৭ এর ধারা ৪০ (১)(গ) অনুযায়ী গৌতম দেবনাথের অনুকূলে জারি করা নং ৯৭ লাইসেন্স তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হলো।" সেইসঙ্গে লাইসেন্স নথি, মদের মজুদ, রেকর্ড ও সিসিটিভি ফুটেজের এনভিআর অবিলম্বে জেলা আবগারি দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অধিকন্তু, নির্দেশ অমান্য করলে আবগারি আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের সহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তিনি।

সেকেরকোট বাজারে

● প্রথম পাতার পর

পারবে না বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়, আর তখনই নিউ ক্লাবের বেশ কিছু দুষ্কৃতিকারীরা ধারালো দা এবং লাঠি নিয়ে বাজারের ভেতরে চারটি দোকান ভাঙচুর এবং লুটপাট চালায়। পরে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় বাজার কমিটির পদাধিকারীদের। পরে বাজার কমিটির সম্পাদকসহ অন্যান্যরা ছুটে আসলে নিউ ক্লাবের দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়।

এই ঘটনায় বাজার ব্যবসায়ী কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দুপুরে আমতলী থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে মামলা দায়ের করে। এই ঘটনার পর থেকে বাজারের সকল ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। যেখানে রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে কোন ক্লাব কিংবা সংস্থা যেন পূজার চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি না করে। তবে এই হুশিয়ারির পরেও নিউ ক্লাবের সদস্যরা বাজারে চাঁদার দাবিতে জুলুমবাজি চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পর থেকে বাজারের সমস্ত ব্যবসায়ীরা অভিযুক্ত দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ এই বছর নিউ ক্লাবের দুর্গা পূজার আয়োজন যেন স্থগিত করা হয়।

স্থায়ী বিচারপতি হচ্ছেন

● প্রথম পাতার পর

হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি কুরুবারাহল্লি ভেঙ্কটরামারেড্ডি অরবিন্দকে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও কর্ণাটক হাইকোর্টে তিনজন বিচার বিভাগীয় অফিসার গীতা কদবা ভারতরাজা সেট্টি, মুরলিধারা পাই বরকাট্টে ও ত্যাগরাজ নারায়ণ ইনাভল্লিকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে কলেজিয়াম।

তাছাড়া, মাদ্রাজ হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে কর্মরত নি. সেন্থিলকুমার ও জি. আরুল মুরুগানকে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাবও মঞ্জুর করেছে। হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টে দুই অভিজ্ঞ আইনজীবী জিয়া লাল ভরদ্বাজ ও রমেশ বর্মার নাম বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে।

জনজাতিদের সমস্যা

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব অনেক বেশি। কিভাবে প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সেটা দায়িত্ব সহকারে পালন করতে হবে। জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত থাকা মহকুমা ও জেলা স্তরের অফিসারদের পদ তুলে দেওয়া হয়েছিল ২০০৫ এ। তাই কিছুদিন আগে আমরা ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিই যে প্রতিটি মহকুমা ও জেলা স্তরে জনজাতি কল্যাণে টিসিএস সমতুল্য অফিসার রাখা হবে। সরকারের আধিকারিকরা হচ্ছেন আদি কর্মযোগী। অফিসার, কর্মচারীরা হচ্ছেন সরকারের অন্যতম চালিকাশক্তি। কারণ সরকার যে সিদ্ধান্ত নেয় সেগুলি বাস্তবায়ন হয় অফিসার কর্মচারীদের মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আগে জনজাতিদের ভোটের বাক্সে পরিণত করার জন্য রাজনীতি হত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার ও আমাদের সরকার চাইছে প্রকৃত অর্থে জনজাতিদের উন্নয়ন। এই উন্নয়নমূলক অভিযানে রয়েছেন আদি কর্মযোগী, আদি সহযোগী ও আদি সাথী। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আদি সেবা কেন্দ্র রাখা হবে। যেটা হবে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম। যেখানে একই জায়গার মধ্যে যার যে সমস্যা সেটা সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। সপ্তাহে একদিন অভিযোগ নিষ্পত্তির দিন ধার্য্য করা হয়েছে। যা সেবা আওয়ার নামে বিবেচিত হবে। স্থানীয় এলাকায় জনজাতিদের যে সমস্যা রয়েছে সেগুলি নিষ্পত্তি করতে হবে। এর পাশাপাশি মাসে একদিন সেবা ডে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, আদি কর্মযোগী অভিযানের অধীনে স্টেট প্রোসেস ল্যাবে রাজ্যে ৩৯২টি রাজস্ব গ্রামে ৮ লক্ষ জনজাতির জন্য রাজ্য স্তরে ৮ জন মাস্টার ট্রেইনার, ৪০ জন জেলা মাস্টার ট্রেইনার ও ২৬০ জন ব্লক মাস্টার ট্রেইনার নিযুক্তি পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধরতি আভা জনজাতিয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানে এখন পর্যন্ত ৮টি জেলায় ৫২টি ব্লকে ৭৮৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি উপকৃত হয়েছে। এই অভিযানে রাজ্যের নির্ধারিত ২০টি দপ্তরের মাধ্যমে আবাসন নির্মাণ, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন, নতুন সৌর প্রকল্প স্থাপন, ভ্রাম্যমান মেডিকেল ইউনিটের ব্যবস্থা, জনজাতি হোম স্টে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ, পানীয়জলের সুবিধা, জনজাতি ছাত্রাবাস নির্মাণ, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা, ট্রাইবেল মাল্টিপারপাস মার্কেটিং সেন্টার, বনাধিকার আইনে পাট্টা প্রাপকদের অর্থনৈতিক উত্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমরা ৯টি বনাধিকার সেল স্থাপন করতে যাচ্ছি। তাছাড়া ১১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ১৪.২১ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। আমাদের সরকার চায় অন্তিম ব্যক্তি ও অন্তিম পরিবার পর্যন্ত উন্নয়ন হোক। জনজাতি সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জনজাতি উপ গোষ্ঠীর প্রধানদেরকেও চিহ্নিত করে তাদের সাম্মানিক ভাতা প্রদানের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, কেন্দ্রীয় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে শশী কুমার, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

টাকার জন্য সরকারি

● প্রথম পাতার পর

যোগ করেন, যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে তা সমাজের জন্য বড় হুমকি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমের সামনে বিধায়ক স্পষ্ট ভাষায় জানান, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষা প্রদান করা। অথচ বর্তমানে সেই প্রকল্পই অনেক শিশুর শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। তাই তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।শেষমেষ, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে বলেন "কোনো পড়ুয়া অর্থের অভাবে স্কুল থেকে ছিটকে যাবে, তা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না।"

পুকুরে স্নানে গিয়ে ১০

● প্রথম পাতার পর

আসে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ছোট্ট রাজদীপের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার বাবা মা সহ পরিজনেরা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

দোষীদের শাস্তি

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, তদন্তকারী কমিটি গঠন করা হলেও এই কমিটিকে প্রভাবিত করে গোটা ঘটনাটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী যেন হস্তক্ষেপ করে ঘটনা সঙ্গে জড়িত প্রকৃত দোষীদের শাস্তি প্রদান করেন তার দাবি জানান কংগ্রেস প্রদেশ সভাপতি। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ জরুরি বলেই দাবি কংগ্রেস সভাপতির।

এছাড়াও রবীন্দ্র ভবন চত্বরে গড়ে ওঠা নাইট ক্লাবের লাইসেন্স বাতিলের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে অনৈতিকভাবে এই বারটি গড়ে উঠেছিল। কংগ্রেস আগেই বলেছিল এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগ রয়েছে। দপ্তর সেগুলি সঠিকভাবে খতিয়ে দেখেনি। রাজ্য সরকারের কাছে কোন যুক্তি যুক্ত উত্তর ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই বারের লাইসেন্স বাতিল করায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

মোদীর মতো

● প্রথম পাতার পর

বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো এ ধরনের রাজনৈতিক অভিভাবক সত্যিই আজকের দিনে বিরল। রাজনৈতিক জীবনে প্রধানমন্ত্রী কে নিজের পথ প্রদর্শক হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

রাজ্যে এল এসপিজি টিম

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উদ্বোধন করতে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওইদিন দুপুর তিনটায় রাজ্যে অবতরণ করবেন। তারপর সোজা প্রসাদ প্রকল্পে গড়ে উঠা উদয়পুর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। সেখানে উদ্বোধন পর্বের পর মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্য ত্যাগ করবেন।সেই সফরের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতেই আজ আগরতলায় পৌঁছেছে এসপিজি টিম।

ওই টিমের সাথে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি ও তাঁর কনভয়ের বাকি যানবাহন রাজ্যে এসেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমান গজরাজে চেপে এসপিজি টিম রাজ্যে এসেছে। তাঁদের আগরতলায় রেখে ওই বিমান ফিরে গেছে।

বেঙ্গালুরুতে কর্নাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পারবে ত্রিপুরা দল। হোক না আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট। দলে কিন্তু এই মুহূর্তে দুই পেশাদার হনুমা বিহারী এবং বিজয় শংকরের মধ্যে একজনও নেই। তৃতীয় পেশাদার স্বপ্নীল সিং বলে ব্যাটে গড় যোগান দিচ্ছেন। যথেষ্ট দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং এর পরিচয় দিয়ে ত্রিপুরা দল এখন উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছেছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সাময়িক সুখানুভূতি। চার দিনের ম্যাচ, চূড়ান্ত ফলাফল কি হবে? কেউ হলফ করে বলতে পারেনা। প্রথম ইনিংসে লিড নিলে শিবিরে একটু আলাদা স্বস্তির সন্ধান মিলে। রাজ্য দলের কাছে এই সুখানুভূতির স্বাদটা এখন আলাদা। কেননা গ্রুপ লীগে পরপর দুই ম্যাচ থেকে মাত্র দুই পয়েন্ট পেয়ে অনেকটা পিছিয়ে থেকে চলতি ম্যাচের শেষে ঘরে ফেরার টিকিট কেটে নিয়েছে। এখন খেলছে শুধু নিয়ম রক্ষার্থে। প্রথম দিনে আয়োজক কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন একাদশের গড়া ২৭০ রানের ইনিংস এর জবাবে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ত্রিপুরা দল ৯০ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৩৭ যোগ করে ২৪৬ রানে পৌঁছেছে। দিনের শুরুতে রাজ্য দল নয় রানের পাশাপাশি দশ উইকেট হাতে নিয়ে খেলা শুরু করেছিল। ত্রিপুরা দল এই মুহূর্তে কর্নাটকের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ২৭০ রান থেকে ঠিক ২৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও চারটি। ওপেনার তথা অধিনায়ক বিক্রম কুমার দাসের অনবদ্য অর্ধশতক, সঙ্গে ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ৪২ রান এবং আনন্দ ভৌমিকের ৩৪ রান ও বিক্রম দেবনাথের ৩৭ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অধিনায়ক বিক্রম ৮৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করে। ঋতুরাজ পেয়েছে ৪২ রান ১১৬ বল খেলে। বিক্রম দেবনাথ এর ৩৭ রান এসেছে ৮৫ বল থেকে। আনন্দ ভৌমিক ৩৪ রান পেয়েছে একানব্বই বল খেলে। সেন্টু সরকার ব্যক্তিগত ৩৫ রান নিয়ে উইকেটে রয়েছেন সঙ্গে শুভম ঘোষ কে (অপরাজিত ৬ রান) নিয়ে। কর্ণাটক দলের বোলার বিধ্বথকাবেরাপ্পা ১৮ রানে দুইটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া শশী কুমার কাম্বলে, নাথান ডেমলো বিদ্যাধর পাতিল ও যশবর্ধন পারান্তাপ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। গ্রুপ লিগের অপর খেলায় মধ্য প্রদেশের সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ২৭৬ রানের জবাবে ছত্তিশগড় তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৪৫ রান সংগ্রহ করেছে। এই মুহূর্তে ছত্তিশগড় ৩১ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে দুটি উইকেট। এই গ্রুপ থেকে কোনদল সেমিফাইনালে খেলবে তা নির্ভর করছে এই ম্যাচের ফলাফলের উপর।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে ৪৮ ঘণ্টা পর মুখ খুলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড! পাকিস্তানের অভিযোগ উড়িয়ে কড়া জবাব বিসিসিআইয়ের

হ্যান্ডশেক বিতর্কে অবশেষে মুখ খুলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। রবিবার এশিয়া কাপের ম্যাচে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। এই ঘটনা নিয়ে জলঘোলা করেই চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় দল ও ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তারা। অবশেষে ৪৮ ঘণ্টা পর পাক বোর্ডকে কড়া জবাব দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

সরকারি ভাবে বিসিসিআই কোনও বিবৃতি না দিলেও সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সূর্যকুমার যাদবেরা যা করেছেন, তা একেবারে ঠিক। ভারতীয় বোর্ড ক্রিকেটারদের পাশে রয়েছে। ওই আধিকারিক বলেন, "দেখুন, ক্রিকেটের নিয়মে খেলা শেষে প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক নিয়ে কিছু লেখা নেই। সাধারণত সম্মান জানাতে দু'দলের ক্রিকেটারেরা হাত মেলান। বিশ্ব জুড়ে সেটাই দেখা যায়। কিন্তু এর তো কোনও নিয়ম নেই। তা হলে পাকিস্তান কোন ভিত্তিতে অভিযোগ করছে।"

ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, দু'দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলালে সেটাই অস্বাভাবিক হত। সূর্যেরা ঠিক করেছেন। তিনি বলেন, "যদি কোনও নিয়মই না থাকে তা হলে সূর্যেরা একদম ঠিক করেছে। যে দেশের সঙ্গে আমাদের এত খারাপ সম্পর্ক, যে দেশ সব সময় আমাদের খারাপ চেয়েছে তাদের সঙ্গে হাত কেন মেলাব। কোনও রকম সম্পর্ক রাখব না। সূচি অনুযায়ী ভারত খেলেছে। তার বেশি কোনও সম্মান দেখানো হবে না।"

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের পর সলমন আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্য। খেলা শেষেও সেই ছবি দেখা যায়। সাজঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। প্রতিবাদে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করে পাকিস্তান। এই ঘটনায় ম্যাচ রেফারি পাইক্রফকে নিশানা করেছে পাকিস্তান। তাঁর অপসারণ চেয়ে সমাজমাধ্যমে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি লিখেছেন, "আইসিসির দ্বারস্থ হয়েছে পিসিবি। ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছে পিসিবি।"

পাকিস্তানের অভিযোগ ছিল, ম্যাচ রেফারি আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করা, তাঁদের অভিনন্দন বা শুভেচ্ছা জানানো রীতি বা ক্রিকেটীয় সৌজন্য। বাধ্যতামূলক নয়। স্বাভাবিক ভাবেই ম্যাচ রেফারি হিসাবে পাইক্রফ নিয়ম বিরুদ্ধে কিছু করার পরামর্শ দেননি। দাবি মানা না হলে আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তান।

তবে যত দূর খবর, পাকিস্তানের কোনও দাবি মানা হবে না। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইসিসি কর্তারা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। পিসিবির চিঠির জবাব দ্রুত দেওয়া হবে। আইসিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের দাবি মেনে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ নেই। হ্যান্ডশেক বিতর্কে পাইক্রফের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। তিনি শুধু পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আঘাকে একটি সতর্কতামূলক বার্তা দিয়েছিলেন। টসের সময় হ্যান্ডশেককে কেন্দ্র করে যাতে প্রকাশ্যে কোনও অপ্রীতিকর বা লজ্জাজনক পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন ম্যাচ রেফারি হিসাবে। রবিবারের ম্যাচের ঘটনায় পাইক্রফের কোনও দোষ খুঁজে পাননি আইসিসি কর্তারা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান কী করে সে দিকেই নজর ক্রিকেটবিশ্বের।

১১ বছর পর দলীপ ট্রফি সেন্ট্রাল জোনের ঘরে, সাউথ জোন রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সেন্ট্রাল জোন। ৬ উইকেট এর ব্যবধানে সাউথ জোনকে হারিয়ে দীর্ঘ ১১ বছর পর দলীপ ট্রফি জিতে নিয়েছে সেন্ট্রাল জোন। প্রথম ইনিংসে সাউথ জোন মাত্র ১৪৯ রান করে অলআউট হয়। এটাই তাদের কাল হয়েছে। স্পিনাররা দুর্দান্ত, বিশেষ করে সারাংশ জৈন এবং কুমার কার্তিকেয়ন, তারা মিলিয়ে অনেক উইকেট তুলে নেন এবং সাউথের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে দেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সেন্ট্রাল জোনের শক্তিশালী জায়গা দখল প্রাধান্য বিস্তার করে এগিয়ে যায়। সেন্ট্রাল জোনের প্রথম ইনিংস অনেকটা আধিপত্য বজায় রাখে। তারা ৫ উইকেটে ৩৮৪ রান সংগ্রহ করে, নেতিবাচক অবস্থার থেকে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে। রজত পাতিদার ও জশ রাঠোর একটি বড় পার্টনারশিপ গড়ে দেন; পাতিদার শতরান করেন (১০১ রান) এবং রাঠোর অপরাজিত ছিলেন, ব্যর্থ দশকের মধ্যে তাঁর ক্যারিয়ারের এটি একটি বিশাল ইনিংস। দানিশ মালেবর ও অন্যান্য ব্যাটসম্যানও কিছু ভাল পার্থক্য তৈরি করেন, যা সেন্ট্রাল জোনকে একটি বড় লিড এনে দেয়। সাউথ জোন দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২৬ রান সংগ্রহ করে; এই ইনিংসে কিছু ব্যাটসম্যান ভালো করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেন্ট্রাল জোনের বোলিং তেমন চাপ ফেলতে পারে নি যেন জয় নিশ্চিত করা যায়। তবে শেষ দিনে, সেন্ট্রাল জোনকে মাত্র ৬৫ রান লক্ষ্য দেওয়া হয়; সাউথ কিছু উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা খেলার ধরণ পরিবর্তন করতে পারেনি। শেষ ইনিংসে সেন্ট্রাল জোনের ব্যাটসম্যানরা অল্প উইকেট হারিয়ে দ্রুত রান তোলেন এবং ৬ উইকেট হারিয়ে জয় নিশ্চিত করেন। যশ রাঠোরকে কে ম্যাচের 'ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ' নির্বাচিত করা হয়, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস এবং দলকে জয় এনে দিতে ভূমিকা রাখার জন্য। সারাংশ জৈন ও কুমার কার্তিকেয় প্রথম দিন সাউথ জোনের ইনিংস ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যশ রাঠোর প্রায়ই ব্যাটে বড় স্কোর করেছেন; ফাইনালে ১৯৪ রানের ইনিংস যা তাঁর ক্যারিয়ারের একটি সেরা। রজত পাতিদার এর নেতৃত্ব এবং ক্যাপ্টেন হিসেবেও অবদান প্রশংসনীয় ছিল; ইনিংসের শেষ ভাগে শান্তভাবে দলকে এগিয়ে নেওয়ার কাজ করেছেন। এই জয় সেন্ট্রাল জোনের জন্য একটি বড় সেটব্যাক থেকে উঠে আসা জয় প্রায় ১১ বছর পর তারা দলীপ ট্রফি জিতল। তরুণ এবং মধ্যমঅভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স বিশেষভাবে চোখে পড়েছে; ভবিষ্যতে জাতীয় স্তরে সুযোগের সম্ভাবনা বেড়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

পাকিস্তানের দাবি মানছে না আইসিসি, দায়িত্বে থাকছেন পাইক্রফ, সলমনেরা কি আমিরশাহির বিরুদ্ধে খেলবেন না?

পাকিস্তানের দাবি সম্ভবত মানছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। এশিয়া কাপের ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব থেকে সরানো হচ্ছে না অ্যান্ডি পাইক্রফকে। সরকারি ভাবে ঘোষণা করা না হলেও জয় শাহেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। যে কোনও সময় সরকারি ভাবে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তাদের।

একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইসিসি কর্তারা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। পিসিবির চিঠির জবাব দ্রুত দেওয়া হবে। আইসিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের দাবি মেনে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ নেই। হ্যান্ডশেক বিতর্কে পাইক্রফের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। তিনি শুধু পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আঘাকে একটি সতর্কতামূলক বার্তা দিয়েছিলেন। টসের সময় হ্যান্ডশেককে কেন্দ্র করে যাতে প্রকাশ্যে কোনও অপ্রীতিকর বা লজ্জাজনক পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন ম্যাচ রেফারি হিসাবে। রবিবারের ম্যাচের ঘটনায় পাইক্রফের কোনও দোষ খুঁজে পাননি আইসিসি কর্তারা।

পাইক্রফের অপসারণ চেয়ে সমাজমাধ্যমে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি লিখেছিলেন, "আইসিসির দ্বারস্থ হয়েছে পিসিবি। ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছে পিসিবি।" পাকিস্তানের অভিযোগ ছিল, ম্যাচ রেফারি আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করা, তাঁদের অভিনন্দন বা শুভেচ্ছা জানানো রীতি বা ক্রিকেটীয় সৌজন্য। বাধ্যতামূলক নয়। স্বাভাবিক ভাবেই ম্যাচ রেফারি হিসাবে পাইক্রফ নিয়ম বিরুদ্ধে কিছু করার পরামর্শ দেননি।

দাবি মানা না হলে পাকিস্তান এশিয়া কাপে তাদের পরের ম্যাচ না খেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। গ্রুপের শেষ ম্যাচে সলমনদের সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মুখোমুখি হওয়ার কথা ১৭ সেপ্টেম্বর। সোমবার ওমানকে হারিয়ে দিয়েছে আমিরশাহি। এই ম্যাচের পর এশিয়া কাপের সুপার ফোরে উঠতে হলে আমিরশাহির বিরুদ্ধে জিততেই হবে পাকিস্তানকে। স্বাভাবিক ভাবেই সলমনদের অবস্থা এখন শাঁখের করাতের মতো।

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত, অন্ধকার পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ, পরের পর্বে যাওয়ার দৌড়ে ৪ দল

অন্তিম পর্বে এসে গিয়েছে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব। ইতিমধ্যেই সুপার ফোরে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। গ্রুপ 'বি' থেকে সুপার ফোরে যাওয়া কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছে শ্রীলঙ্কাও। তবে সুপার ফোর পর্যায়ে বাকি কোন দুই দল যাবে, সেই নিয়ে এখনও টানটান উত্তেজনা রয়েছে। দু'টি জায়গার জন্য লড়াই চলছে চারটি দলের মধ্যে-পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের মধ্যে।

সোমবার হংকংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা। অর্ধশতরান করে লঙ্কাব্রিগেডকে জেতান পাথুম নিশঙ্কা। সোমবার আগে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৪৯ তুলেছিল হংকং। ৬ উইকেটে সেই রান তুলে শ্রীলঙ্কা ম্যাচ জিতে যায়। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে এই ম্যাচে দুরন্ত পারফর্ম করে হংকং। ঘূর্ণি পিচে শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আগ্রাসী ব্যাটিং করেছে তারা। পরে বল করতে নেমে পরপর চারটি উইকেট তুলে নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে চাপে ফেলে দেয় হংকং। তবে শেষ পর্যন্ত হারের হ্যাটট্রিক করে এবারের মতো হংকংয়ের এশিয়া কাপ অভিযান শেষ। টানা দুই ম্যাচ জিতে সুপার ফোরে কার্যত নিশ্চিত শ্রীলঙ্কা।

অন্যদিকে, রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিতলেও অঙ্কের বিচারে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল ভারতের। যদি সোমবারে ম্যাচে ওমান জিতে যেত এবং শুক্রবার ওমানের কাছে বড় ব্যবধানে হারলে সূর্যকুমার যাদবদের পক্ষে সুপার ফোরের রাস্তা কঠিন হয়ে যেত। কিন্তু সোমবার ওমান হারার ফলে সুপার ফোরে সরাসরি চলে গিয়েছে ভারত।

সুপার ফোরের বাকি দু'টি জায়গার জন্য লড়াই চালাচ্ছে চারটি দল। 'এ' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে সুপার ফোরে যাওয়ার দাবিদার পাকিস্তান এবং আমিরশাহী, দুই দলের ঝুলিতে রয়েছে ২ পয়েন্ট। এই দুই দলের মধ্যে যে জিতবে, তারাই সুপার ফোরে যাবে। কিন্তু পাকিস্তান যদি ম্যাচ বয়কট করে তাহলে হাসতে হাসতে সুপার ফোরে উঠে যাবে আমিরশাহী। অন্যদিকে 'বি' গ্রুপে মঙ্গলবার কার্যত নকআউট ম্যাচ বাংলাদেশের জন্য। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জিততে না পারলে এবারের মতো তাদের এশিয়া কাপের অভিযান শেষ। তবে আফগানিস্তান মঙ্গলবার হারলেও তাদের সামনে সুযোগ থাকবে, বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সুপার ফোরে জায়গা করে নেওয়ার।

হ্যান্ডশেক বিতর্ক বাড়ছে, পাকিস্তান বোর্ডের মধ্যে শুরু গন্ডগোল নিজের দেশের কর্তাকেই সাসপেন্ড করে দিলেন চেয়ারম্যান

এশিয়া কাপের ম্যাচের পর ভারতীয় ক্রিকেটারেরা হাত মেলাতে না চাওয়ার ঘটনায় মুখ পুড়েছে পাকিস্তান বোর্ডের। ঘটনার সরকারি প্রতিবাদ তারা জানিয়েছে। কিন্তু অনেক দেরি করে। তার জন্য দায়ী করা হয়েছে পাকিস্তান বোর্ডের এক কর্তাকেই। চেয়ারম্যান মহসিন নকভির নির্দেশ অনুসারে তাঁকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করা হয়েছে।

পাকিস্তানের ওই নিলম্বিত কর্তা হলেন উসমান ওয়াহলা। তিনি বোর্ডের ডিরেক্টর অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অপারেশন্স পদে ছিলেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ওয়াহলার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হ্যান্ডশেক বিতর্কের পরেই নকভির নেতৃত্বে পাকিস্তান বোর্ডের কর্তারা একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠক করেন। আলোচনা করে দেখা যায়, ওয়াহলা নিজের দায়িত্ব ঠিক করে পালন করতে পারেনি। বোর্ড আশা করেছিল, এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা আরও কড়া ভাবে করবেন ওয়াহলা। ম্যাচ শুরুর আগে সমস্যার সমাধান করে ফেলা উচিত ছিল তাঁর। সেটা পারেননি। তাই ওয়াহলাকেই দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে নিলম্বিত করা হয়েছে। তিনি দু'বছর ধরে পাক বোর্ডে কাজ করছেন। পাকিস্তান সুপার লিগের চেয়ারম্যানও তিনি।

রবিবার সূর্যকুমার যাদবেরা করমর্দন করেননি পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে। টসের পর পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আঘাকে এড়িয়ে যান সূর্যকুমার। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ভারতীয় সাজঘরের দরজা। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনও রকম সৌজন্য বিনিময় করেননি ভারতীয়েরা। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পিসিবি কর্তারা। প্রতিবাদে রবিবারই পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করেন। পিসিবির পক্ষ থেকে আগেই মৌখিক প্রতিবাদ জানানো হয়। তাতেই থেমে থাকেনি তারা। আইসিসিকে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানান পাকিস্তানের ক্রিকেটকর্তারা। ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ম্যাচ রেফারি পাইক্রফের অপসারণ দাবি করা হয়।

পিসিবি চেয়ারম্যান নকভি সমাজমাধ্যমে লেখেন, "আইসিসির দ্বারস্থ হয়েছে পিসিবি। ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছে পিসিবি।" নকভি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেরও (এসিসি) চেয়ারম্যান। পাক বোর্ডের মতে, ভারতের আচরণ খেলোয়াড়ি মানসিকতার পরিপন্থী। প্রথমে এসিসির কাছে পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয় পাকিস্তান দলের পক্ষ থেকে।

পাকিস্তান সরকারি অভিযোগ জানালেও তাতে কোনও সুবিধা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ পাক বোর্ডই জানিয়েছে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ পাকিস্তানের অধিনায়ককে সূর্যকুমারের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন টসের আগে। যদি তা-ই হয়, তা হলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা নিয়ে নিজের রিপোর্টে খারাপ কিছু লিখবেন না ম্যাচ রেফারি। ম্যাচের কোনও ঘটনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ। আগে থেকেই পাইক্রফের সম্মতি থাকলে তাঁর রিপোর্ট ভারতের বিরুদ্ধে যাবে না। উল্লেখ্য, খেলা শেষ হওয়ার পর সূর্যকুমার এবং শিবম দুবে সোজা সাজঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন। তাঁরা আম্পায়ারদের সঙ্গেও করমর্দন করেননি।

পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে পরের ম্যাচে কি হাত মেলাবেন সূর্যকুমারেরা? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ভারতীয় দল

যা হওয়ার হবে। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক নয়। রবিবারের ম্যাচে বিতর্কের পরও নিজেদের অবস্থানে অনড় ভারতীয় দল। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে পরের ম্যাচেও সলমন আঘার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবেন না।

শুধু খেলা হবে। তার বেশি কিছু নয়। ভারতীয় শিবির সূত্রে খবর, বিতর্কের আবহেও এমনই অনড় অবস্থান অধিনায়কের। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এই দাবি করা হয়েছে। সূর্যকুমার নাকি জানিয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে যদি সুপার ফোর পর্বের ম্যাচ খেলতে হয়, সেই ম্যাচেও তিনি পাক অধিনায়কের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবেন না। রবিবারের ম্যাচের মতোই আচরণ করবেন তাঁরা। সূচি অনুযায়ী, আগামী রবিবার গ্রুপ 'এ'র প্রথম দু'দলের মুখোমুখি হওয়ার কথা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে সে দিন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় বার সলমনদের মুখোমুখি হবেন সূর্যকুমারেরা। তা ছাড়া হ্যান্ডশেক বিতর্কে মুখ খুলে সূর্যকুমার বলেছেন, "কিছু বিষয় শুধু খেলোয়াড়ি মানসিকতা দিয়ে বিচার করা যায় না। সেটাকেও ছাপিয়ে যায়।" ভারতীয় দলের অধিনায়ক পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের পরিবার এবং ভারতের সাহসী সেনাবাহিনীর পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন। এ ছাড়া ফাইনালের পর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভির হাত থেকে পুরস্কার না নেওয়ার কথাও জানিয়েছে ভারতীয় শিবির।

রবিবারের ম্যাচে সলমনদের সঙ্গে সূর্যকুমারেরা হ্যান্ডশেক না করায় ভারতীয় দলের কোনও শাস্তি হবে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) এবং এসিসি কোনও শাস্তি দিতে পারবে না। কারণ, প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করা, তাঁদের অভিনন্দন বা শুভেচ্ছা জানানো রীতি বা ক্রিকেটীয় সৌজন্য। বাধ্যতামূলক নয়।

রবিবার সূর্যকুমারেরা করমর্দন করেননি পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে। টসের পর পাক অধিনায়ককে এড়িয়ে যান সূর্যকুমার। এ ছাড়া ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ভারতীয় সাজঘরের দরজা। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনও রকম সৌজন্য বিনিময় করেননি ভারতীয়েরা। প্রতিবাদে রবিবারই পাক অধিনায়ক সলমন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করেন। ক্ষুব্ধ পিসিবি কর্তারাও। আইসিসিকে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তারা। ম্যাচ রেফারি পাইক্রফের অপসারণ দাবি করেছেন তাঁরা। দাবি মানা না হলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ম্যাচ বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তান।

দাবা প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে সংস্থা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোচ নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য দাবা সংস্থা। সেই মর্মে জারি হয়েছে বিজ্ঞপ্তি। সম্ভবত আগামী মাস থেকেই পুনরায় শুরু হতে চলেছে রাজ্য দাবা সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্মশালা। রবিবার সংস্থার কার্যকরী কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্য দাবা সংস্থার কোচ হতে ইচ্ছুকদের ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে রাজ্য সংস্থায়। প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে। পরে এক ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে কোচ নিয়োগ করবে রাজ্য দাবা সংস্থা। এখবর জানান রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ।

ম্যাচ বয়কট করলে এশিয়া কাপ থেকে পাকিস্তানের বিদায় নিশ্চিত, 'স্বখাত সলিলে' ডুববেন শাহিনরা?

দাবি পূরণ না হলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের হুমকি দিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু এমনটা করলে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে যাবেন সলমন আলি আঘারা! নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দল মাঠে না নামলে সেই ম্যাচের পয়েন্ট পুরোটাই চলে যায় বিপক্ষের খাতায়। বর্তমানে এশিয়া কাপের পয়েন্ট টেবিলের যা ছবি, তাতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে না খেললে পাকিস্তানেরই ক্ষতি। রবিবার ম্যাচ শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদবরা। হ্যান্ডশেক না করার পদক্ষেপের তুমুল সমালোচনা করে অভিযোগ জানিয়েছে পাকিস্তান। তাদের দাবি, চলতি এশিয়া কাপ থেকে বহিস্কার করা হোক ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে। তা না হলে এশিয়া কাপের পরের ম্যাচে নামবেন না শাহিন আফ্রিদিরা। পিসিবির দাবি, পাইক্রফট পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘাকে প্রতিপক্ষ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত না মেলানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা অখেলোয়াড় সুলভ আচরণ। তবে এই অভিযোগের ভিত্তিতে নকভির নেতৃত্বাধীন এসিসি ভারতের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি। গোটা ঘটনা নিয়ে আম্পায়ার অ্যান্ডি পাইক্রফটও কিছু বলেননি। তার মধ্যেই পাকিস্তান হুঁশিয়ারি দেয়, পাইক্রফটকে না সরালে তারা পরের ম্যাচ বয়কট করবে। বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ম্যাচ রয়েছে। অর্থাৎ সেই ম্যাচে খেলবেন না সলমনরা। কিন্তু ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলে এশিয়া কাপ থেকেই ছিটকে যেতে হবে পাক দলকে।

কোচি বিমানবন্দরে সিআইএসএফ-এর যাত্রীবান্ধব নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ ভারতের বিমানবন্দরগুলিতে যাত্রী নিরাপত্তা আরও সহজ, আধুনিক ও ঝামেলাহীন করতে কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অনুষ্ঠিত হলো কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (ঔজ্জছচ)-এর গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল কনফারেন্স। ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর দু'দিন ধরে চলা এই সম্মেলনে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বিমানবন্দরের শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিকরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিআইএসএফ-এর বিশেষ মহাপরিচালক শ্রী প্রভীর রঞ্জন, আইপিএস। উপস্থিত ছিলেন সিআইএসএফ-এর মহাপরিদর্শক শ্রী জোসে মোহন, আইপিএস।

সম্মেলনে যাত্রীদের সরাসরি প্রভাবিত করে এমন নানা বিষয়ে আলোচনা হয়যেমন নিরাপত্তা চেক আরও সহজ করা, এজেন্সিগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো এবং যাত্রীদের ঝামেলাহীনভাবে ভ্রমণ নিশ্চিত করা।

বিশেষ আকর্ষণ ছিল কোচি বিমানবন্দরের আইটি টিমের নতুন প্রযুক্তি প্রদর্শনী। এর মধ্যে ছিল এআই-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা, ফুল-বডি স্ক্যানার, উন্নত অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা ও সাইবার নিরাপত্তা আপগ্রেড। এসব প্রযুক্তির ফলে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হবে না, নিরাপত্তাও বজায় থাকবে। সিআইএসএফ-এর বিশেষ মহাপরিচালক জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও "গতি-সম্পন্ন ও মানুষকেন্দ্রিক" করতে হবে। তার কথায়, হুমকির ধরন যেমন পাল্টাচ্ছে, তেমনই যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। উল্লেখ্য, দিল্লিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজিত হলো গুয়াহাটি ও কোচিতে। এর ফলে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা সরাসরি ভাগ করা সম্ভব হচ্ছে। যাত্রীদের জন্য এর মানে হলো দ্রুততর প্রক্রিয়া, ঝামেলাহীন চেকিং এবং আরও নিরাপদ ভ্রমণ। কোচি সম্মেলনে সিআইএসএফ কর্মীদের জন্য নতুন সুবিধার উদ্বোধনও করা হয়। এর ফলে বাহিনীর কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিরাপত্তা কর্মীরা আরও উদ্যমী ও সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যাত্রীদের জন্য ভবিষ্যতে বিমানবন্দরে নিরাপত্তা হবে দ্রুততর, স্মার্ট এবং আরও সুবিধাজনক।

মরণ ফাঁদে পরিণত শহরের রাস্তা, বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর:আগরতলা পুরাতন জেলরোডের পেছনের রাস্তাটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই প্রশাসনের।

আগরতলার পুরাতন জেল রোডের পিছনের রাস্তাটি চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী পড়েছে। রাতের বেলা আসলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। সরকার নির্বিকার। প্রায় দু তিন মাস হল ঠিক করার কোন পরিকল্পনা নেই সরকারের। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাস্তার অবস্থা দেখে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল এলাকাবাসী। তাদের প্রশ্ন আদৌ কি আমরা স্মার্ট সিটিতে রয়েছি। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করার দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বিলোনিয়ায় গৃহবধূ খুন মামলায় অস্ত্র উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ সেপ্টেম্বর: প্রায় দুই মাস আগে বিলোনিয়ার সাতমুড়া সিএমও অফিস সংলগ্ন এলাকার গৃহবধূ কণা দেবনাথ দাস খুনের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। অভিযুক্ত স্বামী রাজু দাস, মোহম্মদ মিয়া এবং দোলন দাসের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেলে মুহুরী নদীর রতন মনি সেতুর নিচ থেকে উদ্ধার করা হলো খুনের অস্ত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তরা হত্যার পর অস্ত্রটি নদীতে ফেলে দেয়। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ এসডিআরএফ দলের ডুবুরি এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জয় শীলের উপস্থিতিতে নদীর জলের নিচ থেকে উদ্ধার হয় ধারালো অস্ত্রটি।

উল্লেখ্য, গত ২৮শে জুলাই কণা দেবনাথ দাস নিখোঁজ হন। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর ১২ই আগস্ট বিলোনিয়া-সোনামুড়া সীমান্তের সোনাপুর গভীর জঙ্গল থেকে তার পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে রাজু দাস সহ অপর দুই অভিযুক্ত। হত্যাকাণ্ডের প্রায় দুই মাস পরে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

একাধিক দাবিতে রাজ্য ব্যাপী একযোগে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে বিশালগড় জেলা কিষান কংগ্রেস ও অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশালগড় মহকুমা শাসকের নিকট একাধিক বিষয়ে ডেপুটেশান প্রদান করা হয় মঙ্গলবার।

দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অবিলম্বে শারদোৎসবের পূর্বেই রেগা শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া ন্যায্য মজুরি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, শারদোৎসব পূর্বেই রেগার কাজ ছাড়াও গ্রামের শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, দুস্থ পুরুষ-মহিলাদের ন্যূনতম দশ দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গত ৬ সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট রাজ্যের জনস্বার্থ সম্বলিত অন্য সব দাবির সাথে এই দুটি দাবি উল্লেখ করা হয়েছিলো।

মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে শারদোৎসবের পূর্বে এই দাবিগুলি সম্পর্কে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তাই বিশালগড় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুরে মহকুমা শাসকের নিকট দ্রুত দাবি গুলি যেন পূরণ করা হয় সে দাবিতে ডেপুটেশান প্রদান করা। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী, কংগ্রেস নেতা কেশরাম দেববর্মা, টিটু আহমেদ, আয়নাল হক সহ অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীরা।

এদিকে কমলপুর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সুরমা ব্লক কিষাণ কংগ্রেস ও অসংগঠিত শ্রমিক উদ্যোগে কমলপুর মহকুমা শাসক ডঃ জি শরৎ নায়েকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। কমলপুরে দুই দফা দাবির ভিত্তিতে কিষাণ কংগ্রেস ও অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এসডিএম এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ডেপুটেশন কালে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর কংগ্রেস নেতা তথা পিসিসি সদস্য মানিক ভট্টাচার্য, ধলাই জেলার ওবিসি চেয়ারম্যান রবীন্দ্র বিশ্বাস, কংগ্রেস নেতা অমল মজুমদার, সুরমা ব্লক কিষাণ কংগ্রেস সভাপতি অনিল দাস, সুরমা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রতন চন্দ সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। দুই দফা দাবী গুলি হল, অবিলম্বে শারদোৎসবের পূর্বে রেগা শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া ন্যায্য মজুরি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।শারদোৎসবের পূর্বে রেগার কাজ ছাড়া গ্রামের শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, দুঃস্থ পুরুষ মহিলাদের ন্যূনতম ১০ দিন বারতি কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

সোনামুড়া মহকুমা শাসকের নিকট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে ডেভুটেশন প্রদান করল সোনামুড়া কিষান কংগ্রেস। মঙ্গলবার জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে, রেগার শ্রমিকদের বকেয়া আদায়, দুর্গা পূজার পূর্বে রেগার শ্রমিকদের অন্তর পক্ষে দশ দিন কাজ প্রদান করা, এ সমস্ত বিষয় নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিশেষ করে একটা সময়ে, যেকোনো উৎসব আসলে, উৎসবের পূর্বে শ্রমিকদের বিভিন্ন দপ্তর থেকে কাজ করানো হতো, এবং পুজোর দু-তিন দিন আগে সে কাজের টাকা প্রধান করা হতো শ্রমিকদের হাতে। যার ফলে শ্রমিকরা, সে টাকা দিয়ে, পুজোর দিনগুলিতে ভালোভাবে কাটাতো। কিন্তু বর্তমানে, উৎসবের আগে কাজ না থাকা, শ্রমিকদের পকেটে উৎসবের মুখে টাকা না থাকা অনেকটা নিরাশ হয়ে থাকে। তাই জেলা কংগ্রেসের সহযোগিতা, সুনামুরা কিষান কংগ্রেসের তরফ থেকে সুনামুরা মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কৃষাণ কংগ্রেসের এই ডেপুটেশন, যথার্থ যুক্তি রয়েছে বলে মনে করেন মহাকুমা শাসক। আর এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন,কিষান কংগ্রেস এর স্টেট কডিনেডার আবু খায়ের সহ আরো অন্যান্য সদস্যরা।

আইজিএম হাসপাতালে সুলভ কর্মীদের বিক্ষোভে পরিষেবা বিঘ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের অন্যতম বড় সরকারি হাসপাতাল আইজিএম হাসপাতালে সুলভ কাজে নিযুক্ত কর্মীরা নতুন টেন্ডারপ্রাপ্ত সংস্থা এটিএসএফ-এর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সোমবার বিক্ষোভে সামিল হন। কর্মীদের অভিযোগ, নতুন সংস্থা সুলভ কাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমনমপ, দড়ি, হ্যান্ডগ্লাভস, অ্যাসিড, ফিনাইল ইত্যাদি সরবরাহ করছে না। এর ফলে প্রতিদিনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে বাড়তি কাজও করানো হচ্ছে সাফাই কর্মীদের দিয়ে, অথচ এর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ বা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না।

বিক্ষোভকারীরা আরও জানান, এই পরিস্থিতি নিয়ে সুপারভাইজারের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে উল্টে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের উদ্দেশে অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন তারা। আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, সংস্থার কিছু কর্তৃপক্ষ মানহানিকর ভাষা ব্যবহার করছে এবং সম্মানহানিকর আচরণ করছে, যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই অবস্থার প্রতিবাদে এদিন আইজিএম হাসপাতালের চত্বরে কর্মীরা বিক্ষোভে সামিল হন। তাদের দাবি, আগের সংস্থার মতো কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক। পুরনো সংস্থা না ফিরলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সাইডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সাইডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়। আগরতলা স্মার্ট সিটি হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে আজ লিমিটেড ও রোটারি ক্লাব অব আগরতলার যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার হাওড়া রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন করা হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা রোটারি ক্লাবের সভাপতি কিশলয় ঘোষ এবং আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর সহ অন্যান্যরা। এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড এর ডাইরেক্টর বলেন আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের অধীনে হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর অধীন দুই কিলোমিটার রাস্তা ও বাগান তৈরি করা হয়েছে। এখানে বৃক্ষরোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগে এগিয়ে আসায় রোটারি ক্লাব আগরতলা কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রজেক্ট এর ডিরেক্টর।

তিনি বলেন আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন রাস্তা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষ করে হরিগঙ্গা বসাক রোডে ২৫ মিটার অন্তর অন্তর গাছ লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন গাছ লাগানোর মূল উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে গাছগুলো বড় হলে যাতে মানুষ রাস্তায় হাঁটার সময় ছায়া পান এবং প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগান পান। এসব প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন আগরতলা স্মার্ট পেটি প্রকল্পের ডিরেক্টর।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: সোমবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানাধীন গান্ধীগ্রাম স্কুল টিলা এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পালের ভাড়াটিয়া সমরজিৎ বিশ্বাসের ঘর থেকে ২টি সাবানের কেইস থেকে ৫৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার, নগদ টাকা উদ্ধার করেন। আটক করেন ভাড়াটিয়া রবি রঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে সমরজিৎ বিশ্বাস এবং নিখিল সরকার ওরফে জুলু"কে।

অগ্নিকাণ্ডে তিনটি বাড়ির ব্যাপক ক্ষতি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তিনটি বসতঘর। ওই ঘটনা কুমারঘাট সারদাপল্লি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা হবে। কিভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

ঘটনা বিবরনে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে কুমারঘাট পুরপরিষদের সারদাপল্লী ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নির্মল দেবের বাড়িতে হঠাৎ ভয়াবহ আগুনে পুরো ঘরটি সম্পূর্ণ জলসে যায়। তৎসঙ্গে নির্মল দেবের বাবা অমর দেব ও প্রতিবেশী কৃষ্ণ দেবের বাড়ি মিলে মোট তিনটি ঘরে আগুনের ক্ষয়ক্ষতি শিকার হয়েছে।অগ্নিকান্ডে সোনার গয়না, নগদ অর্থ, নথিপত্র সহ ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কুমারঘাট দমকলকর্মী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁরা এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুনটি নিয়ন্ত্রণে আনে কিন্তু ঘরের কোন কিছু উদ্ধার করা যায়নি।

এই খবর পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীতে আজ সকালে সমাজের স্বজন ব্যক্তি রাজনীতিক দলের ব্যাক্তিরাও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখন দেখার বিষয় প্রশাসননের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে কি আশ্বাস প্রদান করে তা নিয়ে তাকিয়ে আছে এলাকার মানুষ। যারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তারাও সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আর্জি জানিয়েছেন।

পাঁচ বস্তা কাপড় সহ একটি মারুতি ভ্যান আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: পাঁচ বস্তা কাপড় সহ একটি মারুতি ভ্যানকে আটক করে মধুপুর থানার পুলিশ। জানা যায় গতকাল গভীর রাতে মধুপুর হসপিটাল চৌমুহনি এলাকায় গোপন খবরের ভিত্তিতে পাঁচ বস্তা কাপড় সহ একটি মারুতের ভ্যানকে আটক করে।

মধুপুর থানা গোপন খবর পেয়ে হসপিটাল চৌমুহনি এলাকায় ওত পেতে বসে থাকে। পরবর্তী সময়ে দ্রুত গতিতে মারুতি ব্যান্ডকে আসতে দেখে মারুতি ভ্যানটিকে থামানোর নির্দেশ দিলে না থামিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে পেছন দিক দিয়ে ধাওয়া করে মধুপুর থানা। মারুতি চালক মারুতি ভ্যানটিকে রাস্তার কিনারায় ফেলে দিয়ে চলে যায়। যার মধ্যে থেকে পাঁচ বস্তা কাপড় উদ্ধার করতে সক্ষম হয় যার বাজার মূল্য রয়েছে এক লক্ষ টাকা। তবে দীর্ঘদিন যাবত ধরে কমলাসাগর ও কোনাবন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে কাপড় কাপড় সহ একাধিক নেশা দ্রব্য জিনিস পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। তবে এই অভিযানে রয়েছে মধুপুর থানার ওসি দেবজিত চ্যাটার্জী সহ টিএসআর পুলিশ বাহিনী। মধুপুর থানার ওসির জানায় এরকম অভিযান আগামী দিনে অব্যাহত থাকবে।

পানীয় জলের দাবীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল গ্রামবাসীরা

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ তিন মাস ধরে কৈলাসহরের মাইলং এডিসি ভিলেজের পঞ্চমনগর এলাকায় জলের সংকট চলছে। জল সংকট দূরীকরণে বহুবার এলাকাবাসী গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলো কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে গ্রামবাসীরা।

অবরোধকারী জানান, বিগত তিন মাস ধরে কৈলাসহরের মাইলং এডিসি ভিলেজের পঞ্চমনগর এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সংকট চললেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর উদাসীন। গ্রামবাসীরা কয়েকবার লিখিত ভাবে এবং মৌখিক ভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের জানানোর পরও দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কার্যকরী ভুমিকা নেওয়া হয়নি। এমনকি দপ্তরের পক্ষ থেকে পঞ্চমনগর এলাকায় গাড়ি দিয়ে পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থাও করেনি বলে জানান অবরোধকারীরা।

তাঁদের আরও অভিযোগ, বিগত এক বছর পূর্বে এলাকায় দুইটি পাম্প মেশিন বসানো হলেও দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ অব্দি পাম্প অপারেটর নিয়োগ করা হয়নি।

যদি পাম্প অপারেটর নিয়োগ করা হতো তাহলে সময় মতো গ্রামবাসীরা প্রতিদিন পানীয় জল পেয়ে যেতেন বলেও জানান। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের উদাসীনতার কারনে গ্রামবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আজ দুপুরে কৈলাসহরের মাইলং এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত পঞ্চমনগর হাসপাতাল সংলগ্ন ২০৮ বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেছে। জাতীয় সড়ক অবরোধে পঞ্চমনগর গ্রামের পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও খালি কলসি এবং বালতি নিয়ে হাজির হয়েছেন। সংবাদ লেখা অব্দি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে অবরোধের দুপাশে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়েছে এবং নিত্যযাত্রীরা নাজেহালের শিকার হচ্ছেন। অবরোধস্থলে কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী মজুত রয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা কিষাণ জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন মহকুমা শাসকের নিকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা কিষাণ জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করে মহকুমা শাসকের নিকট। মঙ্গলবার সকাল বেলা মহকুমা শাসকের নিকট দুই দফা দাবী লিখিত আকারে উল্লেখ করে মহকুমা শাসকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।

দাবি গুলো হল জেলা কিষান কংগ্রেস ও অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি অবিলম্বে শারদোৎসবের পূর্বেই রেগা শ্রমিক দের সমস্ত বকেয়া নায্য মুজুরী প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, শারদোৎসবের আগে রেগার কাজ ছাড়াও গ্রামের শ্রমজীবী কৃষিজীবী, দুস্থ পুরুষ মহিলাদের নূন্যতম দশদিনের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, দুটি দাবীতে আজকের প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কিষান কংগ্রেসের। মহকুমা শাসক দাবি গুলো পূরনে উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে ডেপুটেশন শেষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অজিতাভ মজুমদার, এছাড়া এইদিনের প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন ছিলেন বিলোনীয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার, কিষান কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সুখদেব দাস,শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি বুদ্বদেব আচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনায় বৈঠক

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার দুটি কর্মসূচি রয়েছে। সেই বিষয়কে সামনে রেখে আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ সকল কর্পোরেটর ও কাউন্সিলর গণ।

এদিনের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মেয়র বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগামীকাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা, তাই বেশিরভাগ জনগণ ব্যস্ত থাকবেন। তাই সকলে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে যেন সফল করে তুলেন তার জন্যেই এদিন চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas